বার্ষিক প্রতিবেদন

(২০১৪-২০১৫)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ভূমি মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বাণী

বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান এবং জনবহুল দেশ। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং ভূমির স্বল্পতার কারণে এদেশে ভূমির গুরুত্ব অপরিসীম। একটি আধুনিক, যুগোপযুগি, দক্ষ ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং জনগণের কাঙ্খিত ভূমি সেবা নিশ্চিত করতে ভূমি মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

ভূমির সুষ্ঠু ও পরিকল্পিত ব্যবহার এবং কৃষি জমি সুরক্ষা ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত 'কৃষি জমি সুরক্ষা ও ভূমি ব্যবহার আইন, ২০১৪' খসড়া আইনটি চূড়ান্তকরণের পর্যায়ে আছে। ইতোমধ্যে সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি ২০০৯, বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ প্রণীত হয়েছে। ভূমি দস্যু এবং জবরদখলকারীদের নিকট হতে খাস জমি উদ্ধার, ভূমিহীন পরিবারকে খাস জমি বরাদ্দ, গুচ্ছগ্রামে প্রাকৃতিক দূর্যোগে গৃহহীন ও ভূমিহীনদের পুনর্বাসন, চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন কার্যক্রমের মাধ্যমে ভূমিহীনদের খাস জমি বিতরণ ও টুইন হাউজ নির্মাণ, ঢাকার ভাষানটেকে বস্তিবাসী ও নিম্ন আয়ের মানুষদের বহুতল বিশিষ্ট ভবনে পুনর্বাসনে ভূমি মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ দপ্তরসমূহ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের জন্য ভূমি ব্যবস্থাপনাকে আধুনিকায়ন এবং ডিজিটাইজেশনের কাজ এগিয়ে চলেছে। সংশ্লিট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দেশে- বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'সোনার বাংলা' গড়ার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার' ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মানে ভূমি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ সম্মিলিতভাবে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

ভূমি মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কিত বার্ষিক রিপোর্ট ২০১৪- ২০১৫ প্রণয়নের সংগে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

১২/১০/১৫

(শামসুর রহমান শরীফ, এম.পি)
ভূমি মন্ত্রী

বাণী

ভূমি দস্যুদের কব্জা হতে খাসজমি উদ্ধার, ভূমিহীনদের খাসজমি বরাদ্দ, ভাষানটেক প্রকল্পে ছিন্নমুল বস্তিবাসী ও নিম্ন আয়ের মানুষের বহুতল বিশিষ্ট ভবনে পুনর্বাসন, নির্মিত গুচ্ছগ্রামে প্রাকৃতিক দূর্যোগের শিকার গৃহহীন ও ভূমিহীনদের পুনর্বাসন, চর উন্নয়ন ও বসতিস্থাপন কার্যক্রমের মাধ্যমে ভূমিহীনদের খাসজমি বিতরণ ও টুইন হাউজ নির্মাণ, জলমহাল ও বালুমহাল ব্যবস্থাপনা, ভূমি জোনিং এবং ভূমি ব্যবস্থাপনায় মন্ত্রণালয় এবং তার অধীনস্থ সংস্থাগুলো নিরলসভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, এ জন্য আমি সংশ্লিষ্টদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। জনসংখ্যার আধিক্য ও ভূমির পরিমাণ বিবেচনায় রেখে ভূমি ব্যবস্থাপনাকে আধুনিকায়নে সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। নিঃসন্দেহে ভূমি ব্যবস্থাপনায় এটি একটি ঐতিহাসিক ও যুগোপযোগী পদক্ষেপ। ভূমি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী হিসেবে আমি আশা করছি ভূমি মন্ত্রণালয়ের গৃহীত নীতি ও সিদ্ধান্তগুলো সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে সরকারের ঘোষিত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ''স্বপ্নের সোনার বাংলা''গড়তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ ঘোষণার সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমরা সকলেই একাগ্রভাবে কাজ করে যাবো এটাই আমার প্রত্যাশা।

ভূমি মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যক্রম সন্নিবেশিত বার্ষিক রিপোর্ট ২০১৪-২০১৫ প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

১১/১০/১৫

(সাইফুজ্জামান চৌধুরী এম,পি)
প্রতিমন্ত্রী
ভূমি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

যে কোন দেশের জন্য ভূমি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ। এই গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবস্থাপনা ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। দক্ষ ভূমি ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার অব্যবহিত পর হতে জনকল্যাণে নতুন আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন করার কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি ২০০৯, বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে। সারাদেশের ভূমির সুষ্ঠু ও পরিকল্পিত ব্যবহার এবং কৃষি জমি সুরক্ষা ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত "কৃষি জমি সুরক্ষা ও ভূমি ব্যবহার আইন, ২০১৪" খসড়া আইনটি চূড়ান্তকরণের পর্যায়ে রয়েছে।

ভূমি সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন এবং জনগণের কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রদানের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণ ও আদায় এবং মাঠ পর্যায়ে ভূমি সংক্রান্ত সকল সেবা প্রদানের জন্য সকল বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসকগণকে ইতোমধ্যে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে দেশে বিদেশে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে যাতে, তারা জনগণের প্রত্যাশিত সেবা প্রদানে আরও সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারেন।

ভূমি ব্যবস্থাপনাকে আধুনিকায়ন করার লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বর্তমান সরকারের "রূপকল্প ২০২১" বাস্তবায়ন তথা ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি সংক্রান্ত যাবতীয় সেবা সহজলভ্য করার নিমিত্ত ভূমি মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা যেমন ADB, EU, EDCF, KOICA এর মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

ভূমি মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কর্মকান্ড সমন্বিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ মূলত মন্ত্রণালয়ের একটি ধারাবাহিক কার্যক্রম এবং এর মাধ্যমে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়। এই প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

১২.১০.২০১৫

(মোহাম্মদ শফিউল আলম)
সিনিয়র সচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়

-: সূচিপত্র :-

পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়ঃ ভূমি মন্ত্রণালয়

1.1 ভূমিকা ৬
1.2 মন্ত্রণালয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ৬
1.3 মন্ত্রণালয়ের মিশন-ভিশন ৭
1.4 মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামোর বিবরণ ৭
1.5 মন্ত্রণালয়ের অর্গানোগ্রাম ৮
1.6 মন্ত্রণালয়ের মুখ্য কার্যাবলী ৯
১.৭ অধীনস্থ সংস্থাসমূহের মুখ্য কার্যাবলী ৯
১.৮ ভূমি মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলীর বিস্তারিত বিবরণ (২০১৪-২০১৫) ১২

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/অধিদপ্তর/বোর্ড ২৩

২.১ ভূমি আপীল বোর্ড ২৩
২.২ ভূমি সংস্কার বোর্ড ২৪
২.৩ ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২৯
২.৪ ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষন কেন্দ্র ৩৬
২.৫ হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) এর দপ্তর এর উল্ল্যেখযোগ্য কার্যক্রম ৩৮
২.৬ ল্যান্ড কমিশন ৪০

তৃতীয় অধ্যায়ঃ ভূমি মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ ৪১

৩.১ ভূমি মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ ৪১
৩.২.১ গুচ্ছগ্রাম (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশ প্রজেক্ট) প্রকল্প ৪১
৩.২.২ Strengthening Governance Management Project (Component-B: Digital Land Management System) (জুলাই' ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৩) ৪৪
৩.২.৩ Capacity Building and Supporting the Implementation of 'ADB's Strengthening Governance Management Project (Component-B: Digital Land Management System) (এপ্রিল ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৩) ৪৫
৩.২.৪ Strengthening Access to Land and Property Rights to all Citizens of Bangladesh ৪৫
৩.২.৫ ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি রেকর্ড, জরিপ ও সংরক্ষন প্রকল্প (১ম পর্যায়ঃ Computerization of Existing Mouza Maps and Khatians Project) ৪৬
৩.২.৬ স্ট্রেনদেনিং সেটেলমেন্ট প্রেস,ম্যাপ প্রিন্টিং প্রেস এন্ড প্রিপারেশন অব ডিজিটাল ম্যাপস প্রকল্প ৪৭
৩.২.৭ চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (ভূমি মন্ত্রণালয়ের অংশ) ৪৮
৩.২.৮ জাতীয় ভূমি জোনিং প্রকল্প (২য় পর্যায়) ৫১
৩.২.১০ ঢাকা মহানগরীর ছিন্নমূল বসিন্মবাসী ও নিম্নবিত্তদের ঢাকায় সরকারী জমিতে বহুতল বিশিষ্ট ভবনে পুনর্বাসন প্রকল্প (সংক্ষেপে ভাষানটেক পুনর্বাসন প্রকল্প)। ৫৭
৩.৪ ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের প্রকল্পওয়ারী বাস্তবায়ন অগ্রগতি (জুন ' ১৫ পর্যন্ত) ৫৮

প্রথম অধ্যায়ঃ ভূমি মন্ত্রণালয়

1.1 ভূমিকাঃ

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। কৃষি হচ্ছে এ দেশের অন্যতম জাতীয় আয়ের উৎস এবং দুই-তৃতীয়াংশ মানুষের জীবিকার অবলম্বন। তাই এ দেশের ভূমি ও পানি সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। ভূমি হচ্ছে মৌলিক প্রাকৃতিক সম্পদ যা মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য, শিল্পপণ্য, ভোগ বিলাশ, স্বাস্থ্য রক্ষার উপকরণ ইত্যাদির মূল উৎস। জনসংখ্যার বৃদ্ধির কারণে আমাদের এ গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। অর্থনৈতিক অগ্রগতির সাথে সাথে নগরায়নের প্রবণতা বাড়ছে, শিল্পায়নের পরিধি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে, রাস্তাঘাট, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্রমাগত সম্প্রসারণের ফলে মাথাপিছু জমির পরিমাণ ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ এ সম্পদের ব্যবহার সঠিক পরিকল্পনার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাই একটি যথাযথ সুষ্ঠু পরিকল্পনা, নীতির মাধ্যমে এ প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার তথা সীমিত ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার সুনিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এ বিষয়ে ইতোমধ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় হতে ভূমি ব্যবহার নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভূমি সংক্রান্ত সকল কার্যাদি সম্পাদনের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। বর্তমানে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি আপীল বোর্ড, ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তর ভূমি মন্ত্রণালয় এর অধীনে কাজ করছে। বিভাগীয় পর্যায়ে কমিশনার, জেলা পর্যায়ে কালেক্টর (জেলা প্রশাসক), উপজেলা পর্যায়ে সহকারী কমিশনার(ভূমি), ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা (তহশীলদারগণ) ভূমি সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদনে নিয়োজিত রয়েছেন। সামগ্রিকভাবে ভূমি মন্ত্রণালয় এর কার্যক্রমকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হচ্ছেঃ ১. নীতি নির্ধারণী কার্যক্রম ২. সংস্কারমূলক কার্যক্রম ও ৩. উন্নয়নমূলক কার্যক্রম।

এছাড়াও ভূমি উন্নয়ন কর ও রাজস্ব আদায়, খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত, জলমহাল ব্যবস্থাপনা, ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এবং ভূমি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয় মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত কার্যক্রম হিসেবে গণ্য। ব্যাংকের মাধ্যমে ভূমি উন্নয়ন কর আদায়, জনস্বার্থে ভূমি আইন ও বিধি প্রণয়ন ইত্যাদি সংস্কারমূলক কার্যক্রম এবং ভূমিহীন ছিন্নমূল জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন, ভূমি জোনিং কার্যক্রম, চর ডেলেপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রকল্প, উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ ও মেরামত, ভূমি রেকর্ড আধুনিকীকরণ তথা জনসাধারণকে স্বল্পতম সময়ে ভূমি সংক্রান্ত তথ্যাদি সরবরাহ করা ইত্যাদি উন্নয়নমূলক কার্যাদি ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্পাদিত হয়।

1.2 মন্ত্রণালয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১৯৫০ সনে, রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ এবং প্রজাস্বত্ব আইন পাশের মাধ্যমে জমিদারী প্রথার বিলুপ্তির পর ভূমি রাজস্ব আদায় ও ভূমি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য সরকার রাজস্ব বিভাগ (Revenue Department) সৃষ্টি করে। তৎকালীণ রাজস্ব বিভাগকে সহায়তা করার জন্য প্রাদেশিক সরকারের অধীনে বোর্ড অব রেভিনিউ নামে একটি উচ্চ পর্যায়ের বোর্ড গঠন করা হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভূমি সংক্রান্ত সকল কার্যাদি সম্পাদনের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। বিভাগীয় পর্যায়ে কমিশনার, জেলা পর্যায়ে কালেক্টর (জেলা প্রশাসক), মহকুমা পর্যায়ে মহকুমা প্রশাসক, থানা পর্যায়ে সার্কেল অফিসার (রাজস্ব) ও ইউনিয়ন পর্যায়ে তহসিলদারগণ ভূমি সংক্রান্ত কাজ করতেন।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সনে এ মন্ত্রণালয়ের নামকরণ করা হয় ভূমি প্রশাসন এবং ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়।

১৯৭৫ সনে এই মন্ত্রণালয়ের পুনঃনামকরণ করে রাখা হয় আইন ও সংস্কার মন্ত্রণালয় যার দুইটি বিভাগ ছিল যথাঃ

(ক) আইন এবং সংসদ বিষয়ক বিভাগ।

(খ) ভূমি প্রশাসন এবং ভূমি সংস্কার বিভাগ।

১৯৭৬ সনে এই মন্ত্রণালয়ের পুনঃনামকরণ করা হয় ভূমি প্রশাসন, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়। ১৯৭৮ সনে পুনরায় পরিবর্তন করে নামকরণ করা হয় ভূমি প্রশাসন এবং ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়। ১৯৮২ সনে এই মন্ত্রণালয়ের নাম নতুনভাবে রাখা হয়। ভূমি সংস্কার আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। ১৯৮৪ সালে পুনরায় এই মন্ত্রণালয়কে নামকরণ করা হয়

ভূমি প্রশাসন ও ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়। পরবর্তীতে ০১/০৩/১৯৮৭ তারিখে নামকরণ করা হয় ভূমি মন্ত্রণালয়-যা এখনো বলবৎ আছে।

1.3 মন্ত্রণালয়ের মিশন-ভিশন

টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং জনবান্ধব ভূমি সেবা প্রদান।

1.4 মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামোর বিবরণ

মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে একজন মাননীয় মন্ত্রী এবং তাকে সহায়তার জন্য একজন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী রয়েছেন। প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে সচিব এবং একজন অতিরিক্ত সচিব ও তিনজন যুগ্মসচিব {(ক) যুগ্মসচিব (প্রশাসন) (খ) যুগ্মসচিব (উন্নয়ন) (গ) যুগ্মসচিব (আইন)} রয়েছেন। এছাড়া ভূমি মন্ত্রণালয়ে ৪ জন উপসচিব ও ১ জন উপপ্রধান রয়েছেন। মোট শাখা রয়েছে ১২টি। এছাড়া সরকার প্রতিটি মন্ত্রণালয়ে উপসচিবের অধীনে কিছু অধিশাখা সৃজন করেছেন-নবসৃষ্ট কাঠামো অনুযায়ী ইতোমধ্যে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এ মন্ত্রণালয়ে বর্তমানে ০৬টি অধিশাখা রয়েছে।

মাঠ পর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনার রাজস্ব প্রশাসনের মূল দায়িত্ব পালন করেন। তাকে সহযোগিতা করার জন্য একজন অতিরিক্ত কমিশনার (রাজস্ব) আছেন। জেলা পর্যায়ে কালেক্টর (জেলা প্রশাসক নামে সমধিক পরিচিত) রাজস্ব বিষয়ে জেলার সর্বোচ্চ কর্মকর্তা। তিনি অতিরিক্ত কালেক্টরের অর্থাৎ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এর সহায়তায় রাজস্ব বিষয়ের কাজ সম্পাদন করেন। মাঠ পর্যায়ে আরো রয়েছে রেভেনিউ ডেপুটি কালেক্টর (আরডিসি), ভূমি অধিগ্রহন কর্মকর্তা(এলএও), জেনারেল সার্টিফিকেট অফিসার (জিসিও), রেকর্ডরুম কর্মকর্তা, সহকারী কমিশনার (ভূমি)। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কাজের তদারকি করে থাকেন এবং তিনি উপজেলায় প্রধান রাজস্ব কর্মকতা বলে অভিহিত হয়ে থাকেন। ইউনিয়ন ভূমি অফিসগুলোতে আছেন ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা (তহসিলদার) ও উপসহকারী কর্মকর্তা (সহকারী তহসিলদার)।

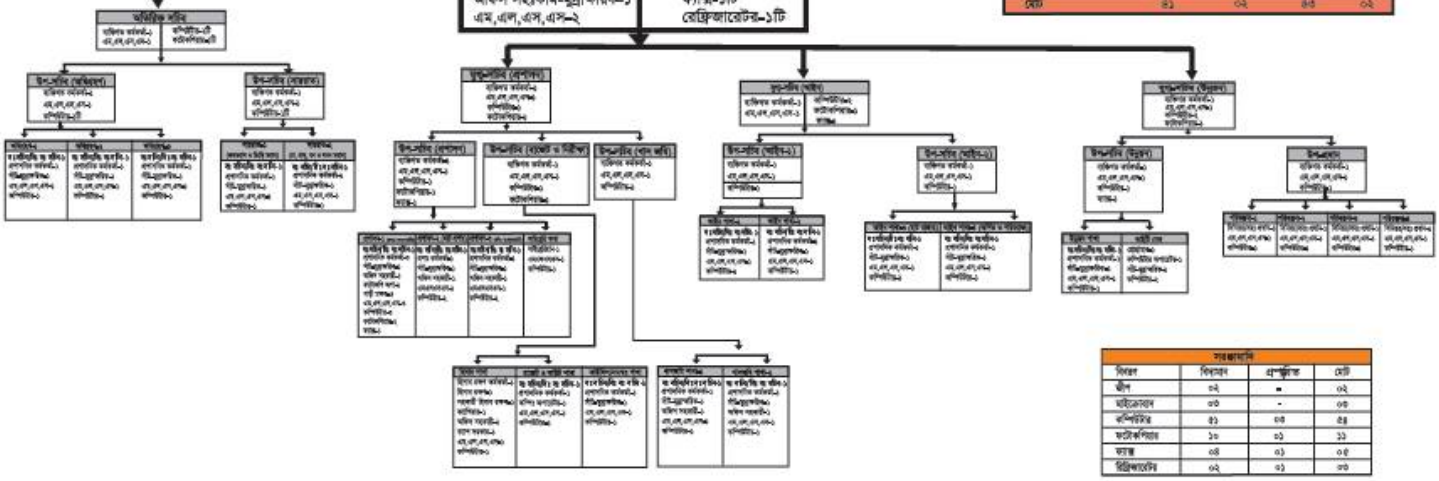

1.5 মন্ত্রণালয়ের অর্গানোগ্রামঃ

1.6 মন্ত্রণালয়ের মুখ্য কার্যাবলী

১. সরকারের পক্ষে ভূমির অধিকার ও স্বত্ব সংরক্ষণ;
২. ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায় এবং ভূমি প্রশাসন পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান;
৩. খাস জমি, অর্পিত ও পরিত্যক্ত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা;
৪. ভূমি জরিপ এবং ভূমির নক্সা ও রেকর্ড প্রণয়ন, সংরক্ষণ এবং প্রকাশ;
৫. অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক সীমানা চিহ্নিতকরণ ও সীমানা পিলার মেরামত ও সংরক্ষণ;
৬. সায়রাত মহালের (জলমহাল, বালুমহাল, পাথরমহাল, চিংড়ীমহাল ইত্যাদি) ব্যবস্থাপনা;
৭. ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল সংক্রান্ত কাযক্রম;
৮. ভূমি সংস্কার ও ভূমি ব্যবহার নীতিমালা বাস্তবায়ন।

1.7 ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থা/দপ্তরঃ

(ক) ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর;
(খ) ভূমি সংস্কার বোর্ড;
(গ) ভূমি আপীল বোর্ড;
(ঘ) ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র;
(ঙ) হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব)
(চ) ল্যান্ড কমিশন।

1.8 অধীনস্থ সংস্থাসমূহের মুখ্য কার্যাবলীঃ

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরঃ

1. বিভিন্ন জেলার জরিপ পরিচালনা।
2. মৌজাওয়ারী নক্সা ও রেকর্ড প্রস্তুত।
3. মৌজা, উপজেলা, জেলা ও সারাদেশের ম্যাপ মুদ্রণ।
4. জরিপ স্বত্বলিপি মুদ্রণ।
5. বাংলাদেশের সীমানা চিহ্নিতকরণ ও সীমানা নক্সা তৈরী, বিনিময় এবং অপদখলীয় সম্পত্তির বিরোধ নিস্পত্তি।
6. আন্তঃবিভাগ, আন্তঃজেলা ও আন্তঃউপজেলা সীমানা নির্ধারণে প্রশাসনকে সহায়তা করা।
7. কারিগরী ও ভৌগোলিক দৃষ্টিভঙ্গিতে থানা ও জেলা সীমানা বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দেয়া।
8. ভূমি সংস্কার ও ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে ও আন্তঃসীমানা বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান।
9. বিসিএস ক্যাডারের কর্মকর্তাদেরসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ভূমি জরিপ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং
10. বাংলাদেশের সঙ্গে অন্যদেশের তথা আন্তর্জাতিক সীমানা নির্ধারণ, সীমানা পিলার সংরক্ষণ এবং আন্তর্জাতিক সীমানা বিরোধ নিস্পত্তি ও প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক জরিপ পরিচালনা।।
11. নদীতে জেগে ওঠা জমির জরিপকরণ।

ভূমি সংস্কার বোর্ড

১৯৮৯ সনে ভূমি সংস্কার বোর্ড আইন মোতাবেক এই বোর্ডের সৃষ্টি হয়। ভূমি সংস্কার বোর্ডের কার্যক্রমঃ

1. বিভিন্ন উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার কার্যালয়ের তত্ত্বাবধান।
2. ভূমি উন্নয়ন কর আদায় সম্পর্কিত মাসিক সংকলিত প্রতিবেদন ভূমি মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য দপ্তরে প্রেরণ।
3. ভূমি রাজস্ব প্রশাসনের মাঠ পর্যায়ের দপ্তর সমূহের মধ্যে বাজেট ছাড়করণ।
4. কোর্ট অব ওয়ার্ডস ও এষ্টেট সমূহের ব্যবস্থাপনা, তদারকি এবং মন্ত্রণালয়ে এতদসংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ।
5. মাঠ পর্যায়ের সকল নন গেজেটেড কর্মচারীদের আন্তঃবিভাগীয় বদলী এবং
6. পাঁচ লক্ষ টাকার উর্দ্ধের বালুমহাল, জলমহাল ও পাথরমহাল এর ইজারা বন্দোবস্ত প্রস্তাব অনুমোদন।

ভূমি আপীল বোর্ড

ভূমি আপীল বোর্ড আইন ১৯৮৯ ক্ষমতা বলে এই বোর্ড গঠিত হয়।
বোর্ডের কার্যক্রমঃ বিভাগীয় কমিশনারদের আদেশের বিরুদ্ধে নিম্ন বর্ণিত বিষয়ে আপীল/রিভিশন মামলার শুনানী ভূমি আপীল বোর্ডে নেয়া হয়।

1. ভূমি সংক্রান্ত মামলার শুনানী (রাজস্ব সম্পর্কীয়)।
2. নামজারী ও জমা খারিজ মামলা।
3. সায়রাত ও জলমহাল সংক্রান্ত মামলা।
4. ভূমি রেকর্ড সম্পর্কিত মামলা।
5. ভূমি উন্নয়ন কর সার্টিফিকেট মামলা।
6. খাস জমি বন্দোবস্ত সংক্রান্ত মামলা।
7. পিডি আর এ্যাক্ট ১৯১৩ এর অধীনে দায়েরকৃত রিভিশন/আপীল মামলা।
8. অর্পিত সম্পত্তি, পরিত্যক্ত ও বিনিময় সম্পত্তি বিষয়ক মামলা।
9. সরকার কর্তৃক অন্যান্য সময়ে ন্যস্ত দায়িত্ব পালণ।
10. অধীনস্থ ভূমি আদালত সমূহের কার্যক্রম পরিদর্শন, অনুবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং
11. ভূমি সংক্রান্ত আইন, আদেশ ও বিধি সম্পর্কে সরকার কর্তৃক প্রেরিত বিষয়াদিতে পরামর্শ প্রদান।

ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

1. জেলা ও থানা পর্যায়ে কর্মরত বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা এবং
2. সরকারকে ভূমি সংস্কার ও অন্যান্য বিষয়ে পরামর্শ প্রদান।

হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তর

অভ্যন্তরীণ হিসাব নিরীক্ষা সংস্থা বিসেবে নিম্নবর্ণিত অফিসমূহের আয় ব্যয় নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন করে থাকেঃ

1. জেলা প্রশাসকের দপ্তরের রাজস্ব শাখা, এলএ শাখা, অর্পিত ও পরিত্যক্ত সম্পত্তি শাখা এবং উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের ভূমি অফিস সমূহ
2. ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এবং এর অধীনস্থ জোনাল ও উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিসমূহ
3. ভূমি সংস্কার বোর্ড এর অধীনস্থ বিভাগীয় দপ্তর সমূহ
4. ভূমি আপীল বোর্ড
5. ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
6. গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প এবং
7. কোর্ট অব ওয়ার্ডস এর সম্পত্তি।

ভূমি মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ড

২০১৪-১৫(জুলাই/১৪ হতে জুন/১৫ পর্যন্ত) ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষি খাসজমি বন্দোবস্তের তথ্যঃ

বিভাগের নাম	বন্দোবস্ত প্রদানকৃত ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা	বন্দোবস্ত প্রদানকৃত কৃষি খাস জমির পরিমাণ (একরে)
১	২	৩
ঢাকা	৫৩১৮	১৫৪০.৯৩
চট্টগ্রাম	৭৬৩১	১২০৪৫.২৫
রাজশাহী	৩৬৯২	৪০২.২৬
খুলনা	২৪০০	৩৬০.৮৬
বরিশাল	১৯৯৭	১৭৯৭.৫৭
সিলেট	১০২৪	৩৪৩.২৪
রংপুর	২৯৮৪	৬০৯.৫০
সর্বমোট	২৫০৪৬	১৭০৯৯.৬১

(জুলাই/২০১৪ থেকে জুন/২০১৫) পর্যন্ত বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠান, মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তির নামে মোট ১০২.৩৮ (একশত দুই দশমিক তিন আট) একর অকৃষি খাস জমি দীর্ঘমেয়াদি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয় (রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও রংপুর বিভাগ)

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরঃ

1 জোনাল স্কীমের আওতায় দেশে বর্তমানে ১২টি জোনে জরিপ কার্যক্রম চলছে। যশোর, খুলনা, ফরিদপুর, বরিশাল, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, সিলেট, টাঙ্গাইল, কুমিল্লা, নোয়াখালী ও রাজশাহী- ১২টি জোন ছাড়াও দিয়ারা অপারেশনের মাধ্যমে সিকস্তি ও পয়স্তি ভূমির জরিপ কাজ চলছে। তাছাড়া বৃহত্তর ময়মনসিংহের ৫টি জেলার ৪৭টি উপজেলায় চলমান রিভিশনাল জরিপ কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। পাবনা সেটেলমেন্টের রিভিশনাল জরিপ কাজ শেষ হওয়ার পর ২০০৭ সালে তৎকালীন তত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার সিদ্ধান্ত অনুসারে পাবনা'র ইছামতি নদী সংলগ্ন এলাকায় জরিপ কার্যক্রম চলছে।

2 ঢাকা'র রিভিশনাল সেটেলমেন্টের কাজ শেষ হওয়ার পর ঢাকা মহানগরী সমন্বিত বন্যা প্রতিরোধ প্রকল্পের অধীনে ১৯৯৫- ৯৬ অর্থবছরে ঢাকা সিটি জরিপ নামে ১৫টি থানার আওতাভুক্ত মৌজার জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

3 এছাড়া ঢাকা মহানগরীর চর্তুপার্শ্বস্থ্য নদী ও নদী-সংলগ্ন মৌজাসমূহ জরিপের লক্ষ্যে বৃহত্তর ঢাকা'র ৪টি জেলার ১৩টি উপজেলার নদী ও নদী-তীরবর্তী মৌজাসমূহের জরিপ কাজ শুরু হয়। বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু ও শীতলক্ষ্যা নদী দখল ও অবৈধ স্থাপনার বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্টে বিচারাধীন ৩৫০৩/২০০৯ নং রীটের আদেশে নদী ও খালের সীমানা নির্ণয়ের নিমিত্ত জরিপ কার্যক্রম সাময়িক স্থগিত রয়েছে।

4 ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে সাভার উপজেলায় ৫টি মৌজায় ডিজিটাল জরিপ শুরু করা হয়। উক্ত মৌজাগুলির সামগ্রিক কার্যক্রম প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে নরসিংদী জেলার পলাশ উপজেলায় ৪৮টি মৌজার ডিজিটাল জরিপ শুরু হয়েছে। এ মৌজাগুলোর কিস্তোয়ার পরবর্তী কাজ চলছে। এছাড়া ২০১১-১২ আর্থিক বৎসরে দিয়ারা সেটেলমেন্টের আওতায় চট্টগ্রাম, মানিকগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, পটুয়াখালী, ভোলা, মুন্সীগঞ্জ ও ঢাকা জেলায় ২৬টি

মৌজার ডিজিটাল জরিপ নিজস্ব জনবল দিয়ে শুরু করা হয়েছে। এ মৌজাগুলোর বেশীরভাগ মৌজার মাঠ পর্যায়ের ডাটা সংগ্রহ করা হয়েছে। বর্তমানে পরবর্তী স্তরের কাজ চলমান রয়েছে।

5 বৃহত্তর ৯টি জেলায় (দিনাজপুর, জামালপুর, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, পাবনা, ময়মনসিংহ, পটুয়াখালী, চট্টগ্রাম ও ঢাকা) ৯টি জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস এবং এর আওতাধীন ২০০টি উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস স্থাপনের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় হতে অনুমোদন পাওয়া গেছে। অনুমোদিত নবসৃষ্ট ৯টি জোনাল সেটেলমেন্টের অধীন ২০০টি উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিসের মধ্যে ঢাকা, ময়মনসিংহ, পাবনা, দিনাজপুর ও রাজশাহী জোনে সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার, উপ-সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার ও ৩য় শ্রেণীর কিছুসংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে।

6 দেশের জরিপ আওতাভুক্ত মৌজার সংখ্যা ৪১,৯৬৫টি। তন্মধ্যে ৯৭.৮৩% অর্থাৎ ৪১০৫৪টি মৌজার মাঠ পর্যায়ের জরিপ কাজ (Field Survey) সম্পন্ন হয়েছে। ৯৭.০৮% মৌজার (৪০,৭৪০টি) তসদিক সম্পন্ন হয়েছে। ৯১.১২% মৌজার (৩৮২৪০টি) আপত্তি কেস ও ৮৪.৬৮% মৌজার (৩৫,৫৩৬টি) আপীল কেস নিস্পত্তি করা হয়েছে এবং ৬০.৩৬% মৌজা (২৫,৩২২টি) চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হয়েছে এবং ৪৩.৬২% মৌজা (১৮৩০৭টি) জেলা প্রশাসক সহ বিভিন্ন দপ্তরে হস্তান্তর করা

১.৮ ভূমি মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলীর বিস্তারিত বিবরণ (২০১৪-২০১৫)

খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত

ভূমি হচ্ছে মৌলিক প্রাকৃতিক সম্পদ, যা মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় সকল চাহিদার উৎস। বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে মাথাপিছু ভূমির পরিমাণ ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়া অর্থনৈতিক অগ্রগতির সাথে সাথে নগরায়নের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং নদী ভাঙ্গনসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্রমশই কৃষি ভূমির পরিমাণ সংকুচিত হচ্ছে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাধীনে কৃষি ও অকৃষি এ দু'প্রকারের খাসজমি আছে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন খাসজমির উত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক পৃথক দুটি নীতিমালা রয়েছে। কৃষি এবং অকৃষি খাসজমি বিতরণ কার্যক্রম স্বচ্ছ ও গতিশীল করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কর্তৃক কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা ১৯৯৭ এর আলোকে জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৫ পর্যন্ত ২৫০৪৬টি পরিবারকে ভূমিহীন হিসেবে চিহ্নিত করে মোট ১৭০৯৯.৬১ একর খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করেছে। কৃষি খাসজমি ভূমিহীনদের মধ্যে বন্দোবস্তের মাধ্যমে দেশের বেকার জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশের পুনর্বাসনের সাথে সাথে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে কৃষক পরিবারকে সরাসরি সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। ফলে এ সকল কৃষক পরিবার স্বনির্ভরতা অর্জনসহ দেশের দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ক্ষেত্রে সরাসরি অবদান রাখছে।

অপরদিকে অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা ১৯৯৫ এর আওতায় দেশের শিল্প, বাণিজ্য ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে এবং শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখার নিমিত্ত সরকারি ও আধা সরকারি দপ্তর/ সংস্থা, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, কৃষি ও বনজ সম্পদ বৃদ্ধি সহায়ক প্রতিষ্ঠান এবং গবাদি পশু ও হাঁস মুরগীর খামার স্থাপনের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত দেয়া হয়ে থাকে। এছাড়া দুঃস্থ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি/ পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্তের বিধান আছে। বর্তমান সরকারের সময়ে উক্ত নীতিমালার আওতায় উলিস্নখিত ক্ষেত্রসমূহে অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত দেয়া হচ্ছে।

ভূমি উন্নয়ন কর ও রাজস্ব আদায়

ভূমি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের মধ্যে ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণ ও আদায় কার্যক্রম অন্যতম। জমির শ্রেণী ও ব্যবহারভিত্তিক বাস্তবতার নিরিখে সরকারি রাজস্ব তথা ভূমি উন্নয়ন কর নিধারণ করা হয়। ভূমি উন্নয়ন কর সরকারের রাজস্ব আয়ের অন্যতম উৎস। ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য মাননীয় ভূমি মন্ত্রী ও মাননীয় ভূমি প্রতিমন্ত্রীর উদ্যোগে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বিগত অর্থ

বছরে অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সম্প্রতি ভূমি উন্নয়ন কর নিম্নরুপে নির্ধারণ করা হয়েছেঃ

ধাপ	বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত জমির ভূমি উন্নয়ন করের হার	শিল্প কাজে ব্যবহৃত জমির ভূমি উন্নয়ন করের হার	আবাসিক ও অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত জমির ভূমি উন্নয়ন করের হার
ক ধাপ	৩০০.০০ টাকা	১৫০.০০ টাকা	৬০.০০ টাকা
খ ধাপ	২৫০.০০ টাকা	১৫০.০০ টাকা	৫০.০০ টাকা
গ ধাপ	২০০.০০ টাকা	১২৫.০০ টাকা	৪০.০০ টাকা
ঘ ধাপ	১০০.০০ টাকা	৭৫.০০ টাকা	২০.০০ টাকা
ঙ ধাপ	৬০.০০ টাকা	৪০.০০ টাকা	১৫.০০ টাকা
চ ধাপ	৪০.০০ টাকা	৩০.০০ টাকা	১০.০০ টাকা

জলমহাল ব্যবস্থাপনা

দেশের বদ্ধ সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনার জন্য একটি নীতি রয়েছে যা সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা ২০০৯ নামে পরিচিত। এই নীতির আলোকে সরকারি বদ্ধ জলমহাল ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম চলছে।

সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ এর আলোকে ইজারা প্রদান সংক্রান্ত জলমহলের সংখ্যা/ইজারা প্রদানের সংখ্যা/ইজারা মূল্যসহ নিমেনবর্ণিত ছকে তথ্য প্রদান করা হলোঃ-

বিভাগের নাম	**মোট জলমহালের সংখ্যা**	**জেলা হতে ১৪২২ বাংলা অর্থ বছরের লীজকৃত জলমহালের সংখ্যা**	**মন্ত্রণালয় হতে ১৪২২ বাংলা অর্থ বছরের লীজকৃত জলমহালের সংখ্যা**	**১৪২২ বাংলা অর্থ বছরের ইজারা মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমান**
১	২	৩	৩	৪
ঢাকা	২৯৮৮টি	১০৯৮টি	৩৬৩টি	১০,৬২,৬০,৫১৭/-
বরিশাল	৯২২টি	২১২টি	০০	২৪,৬৪,২৪০/-
সিলেট	১,৭৪১টি	৪২৬টি	৮২টি	১৬,১৮,৭৮,০৮৮/-
রাজশাহী	২২,৩৪৩টি	৪,২৯২টি	৩২টি	৮,৫১,৭০,২৬১/-
খুলনা	১,৩৬৭টি	১,৭৬৩টি	১৯টি	৪,৮৯,৯২,৮৯৮/-
চট্টগ্রাম	১২০৫টি	৩২৩টি	০৬টি	৩,২৮,৫২,৬২৬/-
রংপুর	৪১১৫টি	১৬৮৭টি	৫৭টি	৩,১৮,৮৯,৫৭৭/-
৭ বিভাগে মোট	৩৪,৬৮১টি	৯,৮০১টি	৫৫৯টি	৪৬,৯৫,০৮,২০৯/-

(ক) সরকারী জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ অনুযায়ী সারাদেশে ২,৪৬৯টি জলমহাল ব্যবস্থাপনা ও সরকারী রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান ;

(খ) বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের অধীন অভয়াশ্রম প্রকল্পে, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুকূলে কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত বিভিন্ন প্রকল্পে জলমহাল হস্তান্তর;

(গ) জলমহাল আইন/বিধি/নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধন/পরিবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ;

(ঘ) জলমহাল সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সাথে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠান ;

(ঙ) সরকারি জলমহাল ইজারা প্রদান সংক্রান্ত কমিটির সভা আহবান, সভায় যোগদান ও সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন;

(চ) জলমহাল নিয়ে দায়েরকৃত সকল মামলা/মোকদ্দমা পরিচালনাসহ সকল জটিলতা নিরসনে দিক নির্দেশনা প্রদান;

(ছ) ২০ একরের উর্দ্ধে জলমহাল গুলি সরকারী জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ অনুযায়ী ইজারা প্রদানের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান;
(জ) জলমহালের রাজস্ব আদায় এবং আদায়কৃত রাজস্ব সরকারি কোষাগারে প্রেরণ নিশ্চিতকরণ;
(ঝ) জলমহালের তথ্য এবং ইজারা বাবদ আদায়কৃত অর্থের হিসাব সংরক্ষণ;
(ঞ) মাঠপর্যায়ে জলমহাল সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা হচ্ছে কি-না তা পরিদর্শন করণ;
(ট) জলমহাল সংক্রান্ত বিভিন্ন অভিযোগের তদন্ত করণ;

নামজারি জমাভাগ ও জমা একত্রিকরণ কার্যক্রম সহজীকরণ

The State Acquisition & Tenancy Act, 1950 [28 of 1951] এর ১৪৩ ধারা মোতাবেক জমির খতিয়ান সঠিকভাবে সংরক্ষণের উপর ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থাপনা বহুলাংশে নির্ভরশীল। The State Acquisition & Tenancy অপঃ ১৯৫০ এর ১৪৩, ১১৬ এবং ১১৭ ধারার মাধ্যমে কালেক্টর/রাজস্ব অফিসারের উপর নামজারি, জমাভাগ ও জমা একত্রিকরণের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। বর্তমানে এ দায়িত্ব সহকারী কমিশনার(ভূমি) এর উ্পর ন্যাস্ত। উত্তরাধিকার বা রেজিস্ট্রি দলিল এবং অন্যান্য সূত্রে হস্তান্তরের ফলে নামজারি-জমাভাগের মাধ্যমে ভূমি রেকর্ড হালকরণের জন্য একটি নির্ধারিত আবেদন ফরম প্রস্তুত করে পরিপত্রের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে জারি করা হয়েছে। এতে নামজারি-জমাভাগ আবেদনের ক্রমানুযায়ী মহানগরের ক্ষেত্রে ৬০(ষাট) কার্যদিবস এবং অন্যন্য ক্ষেত্রে ৪৫(পঁয়তাল্লিশ) কার্যদিবসের মধ্যে নিষ্পত্তির জন্য বলা হয়েছে। এ মন্ত্রণায়ের ৩০.০৬.১৫খ্রি তারিখে ৫৯৮ নং পরিপত্রের মাধ্যমে নামজারি, জমাভাগ ও জমা একত্রিকরণের ফি ১,১৭০/-(এক হাজার একশত সত্তর) টাকা পূণর্নির্ধারণ করা হয়েছে। নামজারি ও জমাভাগ ভূমি ব্যবস্থাপনায় একটি নিয়মিত কাজ। এই কাজে জনহয়রনি হ্রাসে মন্ত্রণালয় নানা পদক্ষেপ নিয়েছে। যার সুফল মানুষ পেতে শুরু করেছে।

উচ্চ আদালতে চলমান মোকদ্দমা

জুন/১৪-জুলাই/১৫ সালে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টে চলমান মামলার সংখ্যা :

ক্রঃ নং	মামলা নং	সংখ্যা	মন্তব্য
০১.	রিট পিটিশন	৪২৮ টি	চলমান
০২.	নামজারি	৮৮ টি	চলমান
০৩.	বিবিধ	৪০ টি	চলমান
০৪.	কনটেম্পট	০৫টি	চলমান
০৫	এটি	২১ টি	চলমান
০৬.	সিভিল পিটিশন	০৩ টি	চলমান

মামলাগুলোতে সরকারপক্ষে করণীয় সবধরনের ব্যবস্থা যথাসময়ে নেয়া হয়েছে।

বালুমহাল/ হাটবাজার/ চিংড়ী মহাল এবং লবণ মহাল ইজারা সংক্রান্ত

সারাদেশের বালুমহলের বিষয়ে সুষ্ঠুভাবে ব্যবস্থাপনার লক্ষে বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ প্রণয়ন করা হয়। তবে পূর্ব থেকেই বালুমহাল সায়রাত মহালের অংশ হিসেবে ভূমি মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হত। বালু আইনটি যথাযথ কার্যকরী করার লক্ষে বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা-২০১১ প্রণয়ন করা হয়। এই আইন প্রণয়নের পূর্বে কোন নীতিমালা বা আইন ছিল না। এই আইনে বালুমহাল ইজারা, বালুমহাল ঘোষনা ও বিপণন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে জেলা প্রশাসকের নিয়ন্ত্রনে প্রদান করা হয়েছে। সরকারী ঘোষিত বালুমহালগুলি প্রতি বছর বাংলা বছরে ১লা বৈশাখ হতে ইজারা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। বালুমহাল আইন প্রণয়নের কারণে সুশৃংখল পদ্ধতিতে দেশের সকল বালুমহাল ইজারা দেয়া হয়।

বালুমহাল/হাটবাজার/চিংড়ী মহাল এবং লবণ মহাল ইজারা সংক্রামত তথ্যাদি নিম্নরুপঃ (২০১৪-২০১৫ অর্থ বছর)

ঢাকা বিভাগ

জেলার নাম	মহালের নাম	মোট মহালের সংখ্যা	ইজারাকৃত মহালের সংখ্যা	ইজারাকৃত টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
রাজবাড়ী	বালুমহাল	১০ টি	৩ টি	৫,৭৪,০০/-	
	হাটবাজার	৮৭ টি	৬১ টি	২,৮৭,৬০,৭২১/-	
নরসিংদী	বালুমহাল	৬ টি	৪ টি	৮৩,২১,০০০/-	
	হাটবাজার	১০৩টি	৮২ টি	৭,৪৬,৭৩,৭৪০/-	
ময়মনসিংহ	বালুমহাল	১৩ টি	৯ টি	১,৩১,২৭,০০০/-	
	হাটবাজার	৪৪২ টি	৩৪১ টি	১৪,০১,১০,৫৮৮/-	
কিশোরগঞ্জ	বালুমহাল	১ টি	১ টি	১০,১২,০০০/-	
	হাটবাজার	২১৭ টি	১৭৬ টি	৬,৩০,২১,১৬৬/-	
মানিকগঞ্জ	বালুমহাল	৯টি	৫টি	৩৬,৯৮,২৩৫/-	
	হাটবাজার	দেয়নি			
মুন্সীগঞ্জ	বালুমহাল	৯টি	৩টি	১,২৮,০০,০০০/-	
	হাটবাজার	৮০টি	৬৯টি	১,৩৩,২৬,৯২৯/-	
ফরিদপুর	বালুমহাল	৬টি	৩টি	১৮,৪৫,০০০/-	
	হাটবাজার	২৪৭টি	২২৮টি	১৩,৫০,৪৫,৭৪১/-	

চট্রগ্রাম বিভাগ

জেলার নাম	মহালের নাম	মোট মহালের সংখ্যা	ইজারাকৃত মহালের সংখ্যা	ইজারাকৃত টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬

নোয়াখালী	বালুমহাল	নাই	নাই	নাই	
	হাটবাজার	২৫৬টি	২২৯টি	৩,৪৩,৫৫,৮৪৬/-	
কুমিলস্না	বালুমহাল	১৮টি	৪টি	১,২৭,৪১,৫৫০/-	
	হাটবাজার	৩৩৭টি	২৭১টি	৮,১১,০১,৭৬১/-	
ব্রাক্ষ্মণবাড়ীয়া	বালুমহাল	১২টি	১০টি	১,৬৮,০৯,৫০২/-	
	হাটবাজার	১৩৩টি	১১১টি	২,৫৭,৮৬,৯১৭/-	
বান্দরবান	বালুমহাল	নাই	নাই	নাই	
	হাটবাজার	২ টি	২টি	২৫,৪২,০০০/-	
লক্ষ্মীপুর	বালুমহাল	১টি	-	মামলা চলমান	
	হাটবাজার	১৬০টি	১৪১টি	২,৮১,০৪,৯৪০/-	
চাঁদপুর	বালুমহাল	৮টি	-	মামলা চলমান	
	হাটবাজার	১৯৪টি	১৫৯টি	৮,১১,০১,৭৬১/-	

রাজশাহী বিভাগ

জেলার নাম	মহালের নাম	মোট মহালের সংখ্যা	ইজারাকৃত মহালের সংখ্যা	ইজারাকৃত টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
রাজশাহী	বালুমহাল	১১টি	৮টি	১,১৭,২৩,০০০/-	
	হাটবাজার	১৬৩টি	১৪৮টি	১২,৯৯,৬৪,২২৫/-	
সিরাজগঞ্জ	বালুমহাল	১২টি	১১টি	৩৯,৭৯,০০০/-	
	হাটবাজার	১৭০টি	১৭০টি	১২,৮৬,৭৭,৩৩৩/-	

সিলেট বিভাগ

জেলার নাম	মহালের নাম	মোট মহালের সংখ্যা	ইজারাকৃত মহালের সংখ্যা	ইজারাকৃত টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
সুনামগঞ্জ	বালুমহাল	১০টি	৩টি	৮৪,১৯,৮৮৪/-	
	হাটবাজার	১৩৯টি	১৩৯টি	৪,৩৮,৫৯,৯৫২/-	

খুলনা বিভাগ

জেলার নাম	মহালের নাম	মোট মহালের সংখ্যা	ইজারাকৃত মহালের সংখ্যা	ইজারাকৃত টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
কুষ্টিয়া	বালুমহাল	২১টি	নাই	নাই	
	হাটবাজার	১৪৩টি	১১৭টি	৫,১৭,৮৫,২৬০/-	
নড়াইল	বালুমহাল	৯টি	৬টি	১৩,৪৪,২০০/-	
	হাটবাজার	৫৪টি	৪৫টি	৬৭,৮৩,৫০০/-	

বরিশাল বিভাগ

জেলার নাম	মহালের নাম	মোট মহালের সংখ্যা	ইজারাকৃত মহালের সংখ্যা	ইজারাকৃত টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
পিরোজপুর	বালুমহাল	৪টি	৩টি	১৩,৫১,২০০/-	
	হাটবাজার	১৬২টি	১৫০টি	৩,৮৫,১৩,৫৮০/-	
ভোলা	বালুমহাল	নাই	নাই	নাই	
	হাটবাজার	২০২টি	১৭৭টি	১,৮২,৪৩,৮৩৩/-	
	চিংড়ীমহাল	১টি	১টি	১,২২,০০০/-	

রংপুর বিভাগ

জেলার নাম	মহালের নাম	মোট মহালের সংখ্যা	ইজারাকৃত মহালের সংখ্যা	ইজারাকৃত টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
দিনাজপুর	বালুমহাল	৪৬টি	৪০টি	১,৪৩,০৫,৪৪৬/-	
	হাটবাজার	২৭২টি	২৪৬টি	১৩,২৯,১২,৮১৭/-	
পঞ্চগড়	বালুমহাল	১৬টি	১৬টি	৪২,১০,৬১১/-	
	হাটবাজার	১২৮টি	১০২টি	২,৭৫,৬৬,৭৫৫/-	
ঠাকুরগাও	বালুমহাল	নাই	নাই	নাই	
	হাটবাজার	১৩০টি	১০৮টি	৭,০৬,২৯,৭৪৭/৬৫	

বিভাগ ওয়ারী বিগত ১ বছরের বালুমহাল/হাটবাজার/চিংড়ী মহাল এবং লবণ মহাল ইজারা সংক্রান্ত তথ্যাদি

বিভাগের নাম	মহালের নাম	মোট মহালের সংখ্যা	ইজারাকৃত মহালের সংখ্যা	ইজারাকৃত টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
বরিশাল	বালুমহাল	৫৭ টি	৪০ টি	১৬,৫১,৬৬৩/-	
	হাট বাজার	১০৬৩ টি	৮৫৫ টি	১৭,৫৬,৫২,৫০৬/-	
	চিংড়ী মহাল	১ টি	১ টি	১,২২,০০০/-	
রাজশাহী	বালুমহাল	৭২ টি	৪২ টি	৩,৮৮,৫১,৪৪০/-	
	হাট বাজার	১৩২১ টি	১২১৯ টি	৯৬,৫৩,৯৫,৬১৪/-	
রংপুর	বালুমহাল	৬৪ টি	৫৬ টি	১,৮৫,১৬,০৫৭/-	
	হাটবাজার	১২৮৮ টি	১১৩৯ টি	৬৮,৯৮,৮৪,১৭৯/-	
ঢাকা	বালুমহাল	১৬৪টি	৫৯টি	১২,০৪,৫৩,৯৭৫/-	
	হাটবাজার	৩,৩৭৭টি	২,১৬৫টি	৯২,০৪,৪৭,৭৭০/-	
সিলেট	বালুমহাল	১৫১ টি	৫২ টি	৭,৭১,৮০,৮৫৩/-	
	হাটবাজার	৬৫৮ টি	৪৮৭ টি	১৪,২৮,০৫,৯৮২/-	
খুলনা	বালুমহাল	৫৯ টি	১৫ টি	৫৮,৬৬,০২৮/-	
	হাটবাজার	১৫০৯ টি	১২৬১ টি	৩২,৯৮,৮৩,১৩২/-	
	চিংড়ীমহাল	১৯ টি	১৫ টি	৭,০৪,৭৮৯/-	

চট্রগ্রাম	বালুমহাল	২০২ টি	৯৫ টি	৯,২৭,৪৫,৬৭১/-	
	হাটবাজার	১৭৪৩ টি	১৪১০ টি	৫০,২৮,৪০,৪৪৪/-	
	চিংড়ীমহাল	১৭১৬ টি	৮৪ টি	২,৪৬,১৫,১৫২/-	
	লবণমহাল	১৬৩ টি	১ টি	১,৮৬,২৪৬/-	

বিঃদ্রঃ-(ক) ৭টি বিভাগে বালুমহাল মোট-৭৬৯টি, ইজারাকৃত বালুমহাল-৩৫৯টি , ইজারাকৃত টাকার পরিমাণ-৩৫,৫২,৬৫,৫৮৭/- (পঁয়ত্রিশ কোটি, বায়ান্ন লক্ষ, পঁয়ষট্রি হাজার পাঁচশত সাতাশি টাকা)।

(খ) ৭টি বিভাগে হাটবাজার মোট-১০,৮৬৯টি, ইজারাকৃত হাটবাজার-৮,৫৩৬টি , ইজারাকৃত টাকার পরিমাণ-৩৭২,৬৯,১৯,৬২৭/- (তিনশত বাহাত্তর কোটি, ঊনসত্তর লক্ষ, ঊনিশ হাজার ছয়শত সাতাশ টাকা)।

(গ) চট্রগ্রাম, বরিশাল এবং খুলনা বিভাগে চিংড়ীমহাল মোট-১৭৩৬টি, ইজারাকৃত চিঙড়ীমহাল-১০০টি, ইজারাকৃত টাকার পরিমাণ-২,৫৪,৪৪,৯৪১/-(দুই কোটি, চুয়ান্ন লক্ষ, চুয়ালিস্নশ হাজার, নয়শত একচলিস্নশ টাকা)।

(ঘ) চট্রগ্রাম বিভাগে লবণমহাল মোট-১৬৩টি, ইজারাকৃত লবণমহাল-১টি, ইজারাকৃত টাকার পরিমাণ-১,৮৬,২৪৬/-(একলক্ষ, ছিয়াশি হাজার, দুইশত ছিচলিস্নশ টাকা)।

বিনিময় সম্পত্তি

অপেক্ষামান বিনিময় মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে উপজেলা পর্যায়ে ৪ (চার) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। এ বিষয়ে গত ১১/০৫/২০০৪ খ্রিঃ তারিখ ভূঃমঃ/শা-৬/বিনিময়/১৩৯/২০০২-৩৪৭ নং স্মারকে একটি পরিপত্র জারি করা হয়। উক্ত পরিপত্রে উল্ল্যেখ আছে যে, জেলা প্রশাসক সংশ্লিষ্ট উপজেলার অপেক্ষমান বিনিময় মামলাসমূহ কমিটির নিকট বিবেচনার জন্য হস্তান্তর করবেন। বিনিময় সম্পত্তি নিয়মিত করণের আবেদন কমিটির নিকট দাখিলের সময়সীমা ৩১/১২/২০০৪ খ্রিঃ তারিখ নির্ধারণ করা হয় যা ইতোমধ্যে অতিক্রান্ত হয়ে গেছে।

চা বাগান

সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও চট্টগ্রাম জেলার অধিকাংশ চা বাগানের মালিক সরকারের পক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয়। চা ভূমির লীজ প্রদান, লীজ নবায়ন, উপযুক্ত জমিতে নতুন চা বাগান সৃজন ভূমি মন্ত্রণালয়ের একটি নিয়মিত দায়িত্ব।

মোট চা বাগানের জেলাভিত্তিক বিভাজন				**ইজারাকৃত চা বাগানের জেলাভিত্তিক বিভাজন**				**ইজারাবিহীন চা বাগানের জেলাভিত্তিক বিভাজন**			
০১।	মৌলভীবাজার	-	৯২ টি	০১।	মৌলভীবাজার	-	৮৪ টি	০১।	মৌলভীবাজার	-	০৮ টি
০২।	সিলেট	-	১৯ টি	০২।	সিলেট	-	১৫ টি	০২।	সিলেট	-	০৪ টি
০৩।	হবিগঞ্জ	-	২৪ টি	০৩।	হবিগঞ্জ	-	২৩ টি	০৩।	হবিগঞ্জ	-	০১ টি
০৪।	চট্টগ্রাম	-	২৩ টি	০৪।	চট্টগ্রাম	-	১৭ টি	০৪।	চট্টগ্রাম	-	০৬ টি
০৫।	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	-	০১ টি	০৫।	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	-	-	০৫।	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	-	০১ টি
০৬।	রাঙ্গামাটি	-	০১ টি	০৬।	রাঙ্গামাটি	-	-	০৬।	রাঙ্গামাটি	-	০১ টি
	সর্বমোট =		**১৬০ টি**		**সর্বমোট =**		**১৩৯ টি**		**সর্বমোট =**		**২১ টি**

সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন উপরোক্ত ১৬০ টি চা বাগান ছাড়াও পঞ্চগড় ও ঠাকুর গাঁও জেলায় বেসরকারী উদ্যোগে ব্যক্তিগত জমিতে কিছু চা বাগান সৃজন করা হয়েছে।

চা-বাগান ইজারা

০১। ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মোট চা বাগানের সংখ্যা-- ১৬০ টি।

০২। ইজারাকৃত চা বাগানের সংখ্যা -- ১৩৯ টি।

০৩। ইজারাবিহীন চা বাগানের সংখ্যা -- ০২১ টি।

০৪। ২০১০ সালে চা বাগান ইজারা চুক্তি/নবায়ন চুক্তির শর্তাবলি আধুনিকায়ন করে একটি গেজেট প্রকাশিত হয়েছে।

০৫। চা বাগানের ইজারা মূল্য বার্ষিক একর প্রতি ১১০/- টাকা হতে বৃদ্ধি করে ৫০০/- টাকা করা হয়েছে।

ভুমি অধিগ্রহণ ও ভূমি হুকুমদখল

জনস্বার্থে তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল কার্যক্রম ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্পাদিত হয়। প্রত্যাশী সংস্থার আবেদনমতে জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্রয়োজন অনুযায়ী ভূমি অধিগ্রহণ নীতিমালা অনুসরণে স্বল্প সময়ের মধ্যে সংশিস্নষ্ট ভূমি অধিগ্রহণ/ হুকুমদখল করে প্রত্যাশী সংস্থার বরাবরে ন্যস্ত করা হয়। চলতি ২০১১-২০১২ অর্থ বৎসরে দেশের ৭টি বিভাগের বিভিন্ন জেলায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ভূমি বরাদ্দের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য অধিগ্রহণের বিবরণ নিম্নরূপঃ

ঢাকা বিভাগ

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমান
১।	গাজীপুর সিগনালিং সহ টঙ্গী-ভৈরব বাজার ডাবল লাইন নির্মাণ প্রকল্প ।	১০.৮৬ একর
২।	শরিয়তপুর মাদারীপুর-মোস্তফাপুর কাজীরটেক সেতু নির্মাণ প্রকল্প।	১৭.২৫০ একর
৩।	গোপালগঞ্জ জেলায় শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং নার্সিং ইনষ্টিটিউট নির্মাণ প্রকল্প।	৩০.০০ একর
৪।	গাজীপুর জেলায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক নির্মাণ প্রকল্প।	১৯৮.৬৭ একর
৫।	কিশোরগঞ্জ বিবিয়ানা-ধনুয়াগ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প ।	১৩৬.৪১৩৫ একর
৬।	মাদারীপুর জেলায় পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প।	২৩১.৬৫ একর
৭।	শরিয়তপুর জেলায় পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প ।	৪২৪.৯৮ একর
৮।	কিশোরগঞ্জ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল নির্মাণ প্রকল্প।	২০.৮৩ একর
৯।	ঢাকা মহানগরীর জলাবদ্ধতা দূরীকরণের জন্য মান্ডা খাল পুনঃখনন ও উন্নয়ন প্রকল্প।	১২.২৫ একর

১০।	সাভার বিকেএসপি প্রকল্প।	৭.১৭ একর
১১।	কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া-কাশিয়ানী-গোপালগঞ্জ-টুংগী পাড়া নতুন রেল-লাইন নির্মাণ প্রকল্প।	৮০৮.৩৫২০ একর
১২।	ময়মনসিংহ বিবিয়ানা-ধনুয়াগ্যাস সঞ্চালন পাইপ লাইন নির্মাণ প্রকল্প।	২৫.৬৬৭৫ একর
১৩।	শেরপুরন কলা-নালিতা বাড়ী-নাকুগাঁও, সহল বন্দর সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প ।	১৭.২১ একর
১৪।	মুন্সীগঞ্জ জেলায় পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প।	৬৯.৫২৭০ একর
১৫।	কিশোরগঞ্জ জেলায় কালনী-কুশিয়ারা কাট খাল লুপকাট চ্যানেল খনন প্রকল্প।	১৩৮.৭১৮০ একর
১৬।	মুন্সীগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলায় গার্মেন্টস শিল্প পার্ক সহাপন প্রকল্প।	৫৩০.৭৮ একর
১৭।	শরিয়তপুর জেলায় পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প।	২৬৯.৮৫ একর
১৮।	মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলায় ঢাকাওয়াসার পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার নির্মাণ প্রকল্প।	৮০.২৫৭৫ একর
১৯।	গাজীপুর ৫০০ শয্যা জেনারেল হাসপাতাল সংলগ্ন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বাসভবন নির্মাণ প্রকল্প।	৬.০০ একর
২০।	গোপালগঞ্জ জেলার টুংগীপাড়া উপজলাধীন বেড়িবাধ নির্মাণ প্রকল্প জমি অধিগ্রহণ।	২৩.৫৮ একর
২১।	শরীয়তপুর জেলার পদ্মা বহুমূখী সেতু নির্মান প্রকল্প।	৯১.৯৫একর
২২।	শরীয়তপুর জেলার পদ্মা সেতু নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য	৭৯.৪৮ একর
২২।	নারায়নগঞ্জ জেলার সোনারগাঁ ও রূপগঞ্জ উপজেলাধীন বিদ্যৎ সঞ্চালন ৪০০/২৩০ কেভি উপকেন্দ্র প্রকল্প	৩৯.৮৫ একর
২৩।	বংগবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক গাজীপুর প্রকল্পের (৪র্থ পর্যায়)	১৮.৩০ একর
২৪	পদ্মা সেতু নির্মান প্রকল্পের আওতায় মাদারীপুর জেলায়	৪০২.৮৯
২৫।	গাজীপুর জেলার ধনুয়া এলেঙ্গা সড়ক নির্মাণ প্রকল্প	২৩.৮৪৬০

মোট- ৩৪৬৩.১৭২৩একর

রাজশাহী বিভাগ

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমান
১।	পাবনা-সুজানগর গাজনার বিলের সংযোগ নদী এবং বাছাই নদী পুনঃখনন প্রকল্প	১১৩.৬৪২৫ একর
২।	সিরাজগঞ্জ বিসিক শিল্পপার্ক নির্মাণ প্রকল্প	৪০০.০০একর
৩।	রাজশাহী মহানগরীর উপশহর হতে সোনাদিঘী ও মালোপাড়া হতে সাগরপাড়া মোড় পর্যন্ত রাস্তা প্রশস্ত করণ প্রকল্প	৩.৬৯৪৫ একর
৪।	রাজশাহী-নওগাঁ-নাটোর প্রধান সড়ক নির্মাণ প্রকল্প	৪১.৪৭৮২ একর

৫।	পাবনা-ঢালার চর নতুন রেল লাইন নির্মাণ প্রকল্প	৬০৯.৮৫৫৯ একর
৬।	বগুড়া জেলায় ব্রক্ষপুত্র ডানতীর বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প	৩৪.৩৮ একর
৭।	সিরাজগঞ্জ জেলায় ব্রক্ষপুত্র ডানতীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প	২০.৯৫ একর
৮।	সিরাজগঞ্জ জেলায় অর্থনৈতিক অঞ্চল সহাপন শীর্ষক নির্মাণ প্রকল্প।	১০৩৫.৯৩ একর

মোট-২২৫৯.৯৩১১ একর

রংপুর বিভাগ

ক্রঃ নং	প্রকল্পে রনাম	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমান
১।	দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলায় তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প (২য় পর্যায়) ১ম ইউনিটেব গুড়া সেচ খাল খনন প্রকল্প।	৭১.২৯ একর
২	দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলায় তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প	১৯১.৬৯ একর

খুলনা বিভাগ

ক্রঃ নং	প্রকল্পে রনাম	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমান
১।	খুলনা ওয়াটার ট্রিটমেন্ট শির্ষক প্রকল্প	২৭.০০একর
২	আহসানাবাদ আবাসিক এলাকা উননয়ন প্রকল্প	৮৭.৭১৫
৩	কুস্টিয়া গ্যাস সঞ্চালন পাইপ লাইন নির্মান প্রকল্প	৮৫.৭৭৫১ একর
৪	খুলনা ফরেষ্ট সড়ক নির্মান প্রকল্প	১০.২৫০৩ একর
৫	কুষ্টিয়া থানা ভবন নির্মাণ	২.৫০ একর
৬	ঝিনাইদহ হাইওয়ে পুলিশ থানা ভবন নির্মাণ	১.০০ একর

৭	খুলনা শীপইয়ার্ড সড়ক প্রসস্তকরণ	৫.১০২
৮	বাগেরহাট কেপিটাল ড্রেজিং প্রকল্প	২৯.০০ একর

বিভাগের নামঃ চট্টগ্রাম

ক্রমিক নং	**প্রকল্পের নাম**	**অধিগ্রহণকৃত ভূমির পরিমান (একরে)**
১।	আনোয়ারা উপজেলায় কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প	৫৯৫.৩৬ একর
২।	আউট পোষ্ট নির্মাণ প্রকল্প	১.০০ একর
৩।	ডুয়েল গেজ ডাবল রেললাইন নির্মাণ প্রকল্প	৭০.৫৫২৫ একর
৪।	মেরিন ড্রাইভ নির্মাণ প্রকল্প	৩০৫.৯৬৯৪ একর
৫।	মিলিটারী এস্টেট অফিস সম্প্রসারণ প্রকল্প	৬৩.৬৭৫ একর

বিভাগের নামঃ বরিশাল

ক্রমিক নং	**প্রকল্পের নাম**	**অধিগ্রহণকৃত ভূমির পরিমান (একরে)**
১।	বাঁধনির্মাণ প্রকল্প	৫৪.৬৩
২।	বিকল্প বেড়ী বাঁধনির্মাণ প্রকল্প	১৩.১৩
৩।	নৌবাহিনী ঘাটি নির্মাণ প্রকল্প	১৯৩.৮৩
৪।		

বিভাগের নামঃ সিলেট

ক্রমিকনং	প্রকল্পের নাম	অধিগ্রহণকৃত ভূমির পরিমাণ
১।	মৌলভীবাজার জেলায় অর্থনৈতিক অঞ্চল অফিস স্থাপন প্রকল্প	২৩৯.৮৭

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/অধিদপ্তর/বোর্ড

২.১ ভূমি আপীল বোর্ড

ভূমি আপীল বোর্ড দেশের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির সর্বোচ্চ আদালত। এর কাজ কোয়াশী জুডিশিয়াল প্রকৃতির। ভূমি ও ভূমি রাজস্ব মামলার আপীল/রিভিশন ইত্যাদি দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষে ১৯৮৯ সনের ২৪ নং আইনের মাধ্যমে ভূমি আপীল বোর্ড সৃষ্টি হয়। ভূমি আপীল বোর্ড আইন, ১৯৮৯ এর ৪ ধারা অনুযায়ী ১জন চেয়ারম্যান ও ২জন সদস্যের সমন্বয়ে ভূমি আপীল বোর্ড গঠিত হয়। ঢাকার সেগুনবাগিচাস্থ ২য় ১২ তলা সরকারী ভবনের ৮ম তলায় ভূমি আপীল বোর্ড অবস্থিত। ভূমি আপীল বোর্ডে সরকারের সচিব পদ মর্যাদার ১জন চেয়ারম্যান, অতিরিক্ত সচিব পদ মর্যাদার ২ জন সদস্য রয়েছে। এছাড়া বোর্ডের ১ জন সচিব (সরকারের উপ-সচিব), ৫জন শাখা প্রধান (সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব), ১জন লাইব্রেরীয়ান এবং ৩৮জন ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীসহ সর্বমোট ৪৮জন কর্মকর্তা/কর্মচারী এর সাংগঠনিক কাঠামোভূক্ত।

আপীল বোর্ডের কার্যাবলী

ভূমি আপীল বোর্ডের কার্যাবলী ভূমি আপীল বোর্ড আইন ১৯৮৯, ভূমি আপীল বোর্ড (সংশোধন) আইন ১৯৯০ এবং ভূমি আপীল বোর্ড বিধিধালা ১৯৯০ অনুযায়ী পরিচালিত ও সম্পাদিত হয়। ভূমি আপীল বোর্ড বিধিমালা-১৯৯০-তে ভূমি আপীল বোর্ডের কার্যাবলী ও কার্যপদ্ধতি বিধৃত করা হয়েছে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ভূমি বিষয়ক বিভিন্ন আইনের অধীনে ভূমি আপীল বোর্ড নিম্নবর্ণিত বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনার/অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার(রাঃ) আদালতের আদেশের বিরুদ্ধে আপীল/রিভিশন/রিভিউ মামলা নিষ্পিত্তি করে। এছাড়াও অন্যান্য কার্যক্রম নিম্নরুপঃ

1. ভূমি সংক্রান্ত মামলা (রাজস্ব সম্পর্কীয়)
2. নামজারী ও জমা খারিজ মামলা
3. সায়রাত ও জলমহাল সংক্রান্ত মামলা
4. ভূমি রেকর্ড সম্পর্কিত মামলা
5. ভূমি উন্নয়ন কর সার্টিফিকেট মামলা
6. খাস জমি বন্দোবস্ত সংক্রান্ত মামলা
7. পিডিআর এর আওতায় দায়েরকৃত রিভিশন/আপীল মামলা
8. অর্পিত সম্পত্তি, পরিত্যক্ত ও বিনিময় সম্পত্তি বিষয়ক মামলা
9. ওয়াকফ/দেবোত্তর সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলা(উক্ত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক বিষয় ব্যতীত)
10. সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন
11. অধঃস্তন ভূমি আদালত সমূহের কার্যক্রম পরিদর্শন, অনুবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং
12. ভূমি সংক্রান্ত আইন, আদেশ ও বিধি সম্পর্কে সরকার কর্তৃক প্রেরিত বিষয়াদিতে পরামর্শ প্রদান।

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডঃ

1) ভূমি আপীল বোর্ডের আদালত ব্যবস্থাপনাঃ

মামলার সংখ্যানুপাতে দেশের ৭টি বিভাগকে ৩ ভাগে ভাগ করে চেয়ারম্যান ও ২ জন সদস্য স্ব স্ব আদালতে আপীল/রিভিশন/রিভিউ মামলার শুনানী গ্রহণ ও নিস্পত্তি করেনঃ

আদালতের নাম	কর্ম এলাকা
চেয়ারম্যান এর আদালত	ঢাকা বিভাগ
সদস্য-১ '' ''	খুলনা ও চট্টগ্রাম বিভাগ
সদস্য-২ '' ''	রাজশাহী, রংপুর, বরিশাল ও সিলেট বিভাগ।

উপরোক্ত ৩টি আদালতের কোন আদেশে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি ইচ্ছা করলে ফুলবোর্ডে (চেয়ারম্যান ও ২ জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত) রিভিউ আবেদন করতে পারে।

2) <u>জুলাই/২০১২ থেকে জুন/২০১৩ পর্যন্ত ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ভূমি আপীল বোর্ডের মামলা নিষ্পত্তির বিবরণীঃ</u>

বছর	দায়েরকৃত মোট মামলা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলা
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছর	৫৭২	৫৫৭

২.২ ভূমি সংস্কার বোর্ড

১৯৮৯ সনে ভূমি সংস্কার বোর্ড আইন মোতাবেক এই বোর্ডের সৃষ্টি হয়। ভূমি সংস্কার বোর্ডের কার্যক্রমঃ

1. বিভিন্ন উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার কার্যালয়ের তত্ত্বাবধান।
2. ভূমি উন্নয়ন কর আদায় সম্পর্কিত মাসিক সংকলিত প্রতিবেদন ভূমি মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য দপ্তরে প্রেরণ।
3. ভূমি রাজস্ব প্রশাসনের মাঠ পর্যায়ের দপ্তর সমূহের মধ্যে বাজেট ছাড়করণ।
4. কোর্ট অব ওয়ার্ডস ও এষ্টেট সমূহের ব্যবস্থাপনা, তদারকি এবং মন্ত্রণালয়ে এতদসংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ।
5. মাঠ পর্যায়ের সকল নন গেজেটেড কর্মচারীদের আন্তঃবিভাগীয় বদলী এবং
6. পাঁচ লক্ষ টাকার উর্দ্ধের বালুমহাল, জলমহাল ও পাথরমহাল এর ইজারা বন্দোবস্ত প্রস্তাব অনুমোদন।

ভূমি সংস্কার বোর্ডের ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে উল্লেখ্যযোগ্য কর্মকান্ডঃ

১. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেট)

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য
মন্ত্রণালয়					
অধিদপ্তর /সংস্থাসমূহ/ সংযুক্ত অফিস (মোট পদ সংখ্যা)	৯৮টি	৮০	১৮ টি	৮২ টি	ভূমি সংস্কার বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা ২০১৪ অনুযায়ী কর্মচারীগণ পদোন্নতি পাওয়ায় ৮টি পদ শূন্য হয়েছে। টিওএন্ডই-তে অন্তর্ভূক্তি না হওয়ায় ৮টি প্রশাসননিক কর্মকর্তা ও ২টি গাড়িচালকের পদ শূন্য রয়েছে।
মোট	৯৮টি	৮০	১৮ টি	৮২ টি	

২. শূন্য পদের বিন্যাসঃ

যুগ্ম সচিব/ তদুর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণীর পদ	২য় শ্রেণীর পদ	৩য় শ্রেণীর পদ	৪র্থ শ্রেণীর পদ	মোট
		--	প্রশানিক কর্মকর্তা - ৮টি	৯টি	১টি	১৮টি

৩। অতীব গুরুত্বপূর্ণ (Strategic) পদ (অতিরিক্ত সচিব/সম পদমর্যাদা সম্পন্ন/ সংস্থা প্রধান/তদুর্ধ্ব) শূন্য থাকলে তার তালিকাঃ প্রযোজ্য নয়।

৪। শূন্য পদ পূরণে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনা: সাংগঠনিক কাঠামো ও অফিস সরঞ্জাম (টিওএন্ডই)তে অন্তর্ভূক্তি না হওয়ায় ৮টি প্রশাসননিক কর্মকর্তা ও ২টি গাড়িচালক পদে লোক নিয়োগ করা সম্ভব হচ্ছেনা।

১.৫ অন্যান্য পদের তথ্যঃ প্রযোজ্য নয়

প্রতিবেদনাধীন বছরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের জন্য প্রক্রিয়াধীন পদের সংখ্যা
-	-

১.৬ নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদানঃ প্রযোজ্য নয়

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			**নতুন নিয়োগ প্রদান**			**মন্তব্য**
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
-	৬	৬	-	১০	১০	সাঁটলিপিকার পদে ১জন, সাঁটমুদ্রাক্ষরিক পদে ২জন, গাড়ি চালক পদে ২জন এবং অফিস সহায়ক পদে আউট সোর্সিং পদ্ধেতিতে ৫জন নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

১.৭ ভ্রমণ/পরিদর্শন (দেশে) প্রযোজ্য নয়

ভ্রমণ/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা)	মন্ত্রী /উপদেষ্টা	প্রতিমন্ত্রী/ উপমন্ত্রী / স্পেশাল এ্যাসিসট্যান্ট	সচিব	মন্তব্য
উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন	-	-	-	-
পার্বত্য চট্টগ্রামে ভ্রমণ	-	-	-	-

১.৮ ভ্রমণ/পরিদর্শন (বিদেশে) প্রযোজ্য নয়

ভ্রমণ/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা)	মন্ত্রী /উপদেষ্টা	প্রতিমন্ত্রী/ উপমন্ত্রী / স্পেশাল এ্যাসিসট্যান্ট	সচিব	মন্তব্য
-	-	-	-	-

অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্যঃ (০১লা জুলাই২০১৪ থেকে ৩০জুন ২০১৫ পর্যন্ত)

(টাকার অংক কোটি টাকায় প্রদান করতে হবে)

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের	**অডিট আপত্তি**	ব্রডশীটে	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি	অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি

নামঃ ভূমি সংস্কার বোর্ড	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	জবাবের সংখ্যা	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
মোট	**২৪**	**১৩০৫.৪৭**	**১৮**	**--**	**--**	**২৪**	**১৩০৫.৪৭**

শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং ও অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা): প্রযোজ্য নয়।

প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরের (২০১৩-১৪) মন্ত্রণালয়/ অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের পুঞ্জীভুত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিস্পত্তিকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরীচ্যুতি/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দন্ড	মোট	
	-	-	-	-	-
মোট	-	-	-	-	-

সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা (০১লা জুলাই২০১৪ থেকে ৩০জুন ২০১৫ পর্যন্ত):

সরকারী সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রীট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা
২০১৪-২০১৫ নওয়াব এস্টেটের পক্ষে মামলার সংখ্যা-০৬টি	**২০১৪-২০১৫ নওয়াব এস্টেটের বিপক্ষে মামলার সংখ্যা-০১টি**	-
২০১৪-২০১৫ ভাওয়াল রাজ এস্টেটের পক্ষে মামলার সংখ্যা-০৭টি	**২০১৪-২০১৫ ভাওয়াল রাজ এস্টেটের বিপক্ষে মামলার সংখ্যা-০৭টি**	

মানব সম্পদ উন্নয়ন

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১লা জুলাই২০১৪ থেকে ৩০জুন ২০১৫ পর্যন্ত):

প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মোট সংখ্যা	**মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারী সংখ্যা**
ভূমি সংস্কার বোর্ডে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণের সংখ্যা-৩২টি	২৯৬+৯৩= ৩৮৯ জন
উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা -২টি	১৪০ জন
উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম-৩টি	২২০ জন
উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী-২টি	১৪০ জন
উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার, খুলনা বিভাগ, খুলনা-২টি	১৫১জন
উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার, বরিশাল বিভাগ, বরিশাল ২টি	১৬৬ জন
উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার, রংপুর বিভাগ, রংপুর-৪টি	৩০১ জন
	মোট- ১৫০৭ জন

মন্ত্রনালয়/অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিবেদনাধীন অর্থ বৎসরে (২০১৪-২০১৫) কোন ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকলে তার বর্ণনাঃ

01. আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ বিষয়, অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ভূমি সংস্কার বোর্ড ও কোর্ট অব ওয়ার্ডস ঢাকা নওয়াব এস্টেট/ ভাওয়াল রাজ এস্টেট এর ১ম শ্রেণী, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারীদের নিয়ে মাসিক ৩দিন হিসেবে ৩০টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে ৩৮৯জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। সারা দেশে অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)দের নিয়ে ২দিন ব্যাপী এ পি এ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়েছে।
02. প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণ বা মনোনয়নের ক্ষেত্রে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনাঃ প্রযোজ্য নয়।
03. মন্ত্রণালয়ে অন দা জব ট্রেনিং (OJT) এর ব্যবস্থা আছে কি না; না থাকলে অন দা জব ট্রেনিং আয়োজন করতে বড় রকমের কোন অসুবিধা আছে কি নাঃ অন দা জব ট্রেনিং (OJT) এর ব্যবস্থা আছে।
04. প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে (০১ লা জুলাই২০১৪ থেকে ৩০জুন ২০১৫ পর্যন্ত) প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যাঃ ৫ জন

05. সেমিনার/ ওয়াকর্শপ সংক্রান্ত তথ্যঃ (০১ লা জুলাই২০১৪ থেকে ৩০জুন ২০১৫ পর্যন্ত) প্রযোজ্য নয়।

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার /ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার /ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
-	-

06. তথ্য প্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপনঃ ((০১ লা জুলাই২০১৪ থেকে ৩০জুন ২০১৫ পর্যন্ত)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে মোট কম্পিউটারের সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ল্যান (LAN)সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ওয়ান (WAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	
				কর্মকর্তা	কর্মচারী
৩০ টি	**হ্যাঁ, আছে**	**আছে**	**নাই**	**২১**	**৪২**

07. সরকারী প্রতিষ্ঠনমূহের আয়ের লভ্যাংশ/মুনাফা/ আদায়কৃত রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ (কোটি টাকায়)

আয়		২০১৪-১৫		২০১৩-১৪		হ্রাস (-) / বৃদ্ধির(+)হার	
		লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন
রাজস্ব আয়	ট্যাক্স রেভিনিউ ভূমি উন্নয়ন কর মে/২০১৫	১৫২০	৩০১	১৭৯০	২৬৮	(-) ১৭.৭৬%	(+)১০.৯৬%
	নন-ট্যাক্স রেভিনিউ মার্চ/১৫পর্যন্ত	৩১.৬	৩১.৬	২৭.৫	২৬.৪	(+)১২.৯৭ %	(+) ১৬.৪৬%
উদ্বৃত্ত(ব্যাসায়িক আয় থেকে)		-	-	-	-	-	-
লভাংশ হিসাবে		-	-	-	-	-	-

08. প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি/আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন/সমস্যা-সঙ্কট

09. প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে নতুন আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন হয়ে থাকলে তার তালিকাঃ প্রযোজ্য নয়।

10. ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ড সম্পাদনের লক্ষ্যে বড় রকমের কোন সমস্যা/সংকটের আশংকা করা হলে তার বিবরণ (সাধারণ / রুটিন প্রকৃতির সমস্যা/সংকট উল্লেখের প্রয়োজন নেই**;** পদ সৃষ্টি**,** শূন্য পদ পূরণ ইত্যাদি): প্রযোজ্য নয়।

প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলিঃ

(ক) ডিজিটাল পদ্ধতির কার্যক্রমকে তরান্বিত করার লক্ষ্যে ভূমি সংস্কার বোর্ড ও বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভাগীয় উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনারের দপ্তরসহ সারা দেশের ইউনিয়ন ভূমি অফিস, উপজেলা ভূমি অফিস, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ে Management ও Information System (MIS) Software এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(খ) ভূমি সংস্কার বোর্ডের তত্ত্বাবধানে অনুন্নয়ন বাজেট হতে উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসে আইটি নেট ওয়ার্কিং স্থাপন শীর্ষক কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদনের লক্ষ্যে প্রেরিত মোট ৮টি কর্মসূচীর (চচঘই) প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত কর্মসূচীর আওতায় ঢাকা বিভাগের ঢাকা সিটিকর্পোরেশন এলাকাসহ ১৭টি জেলার ১৩৩টি উপজেলা/সার্কেল ভূমি অফিস ও ৭৪৮টি ইউনিয়ন/পৌর/সার্কেল ভূমি অফিস এবং সিলেট বিভাগের ৩৮টি উপজেলা ভূমি অফিসও ১৩৭টি ইউনিয়ন/পৌর ভূমি অফিসে ল্যাপটপ কম্পিউটার সরবরাহ করা হয়েছে।

(গ) ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে মে ২০১৫ মাসে সাধারণ ও সংস্থার ভূমি উন্নয়ন কর আদায় হয়েছে ৪১,৬২,২৬,৮৯৯/- (একচল্লিশ কোটি বাষট্টি লক্ষ ছাবিবশ হাজার আটশত নিরানববই) টাকা এবং সর্বমোট পyুঞ্জভূত ভূমি উন্নয়ন কর আদায় হয়েছে ৩০১,৭২,৭৩,০৪০/- (তিনশত এক কোটি বাহাত্তর লক্ষ তিয়াত্তর হাজার চল্লিশ) টাকা ।

মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশ্য সাধন সংক্রান্তঃ

- ✓ ২০১৪-১৫ অর্থবছরের কর্মকান্ডের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের আরদ্ধ উদ্দেশ্যাবলী সন্তোষজনকভাবে সাধিত হয়েছে কি ? হ্যাঁ, হয়েছে।
- ✓ উদ্দেশ্যাবলী সাধিত না হয়ে থাকলে তার কারণসমূহঃ প্রযোজ্য নয়।
- ✓ মন্ত্রণালয়ের আরদ্ধ উদ্দেশ্যাবলী আরো দক্ষতা ও সাফল্যের সাথে সাধন করার লক্ষ্যে যে সব ব্যবস্থা /পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে, সে সম্পর্কে মন্ত্রণালয়ের সুপারিশঃ প্রযোজ্য নয়।
- ✓ উৎপাদন বিষয়ক (শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে পূরণ করতে হবে): প্রযোজ্য নয়।

২.৩ ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরঃ

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের প্রশাসনিক কাঠামো

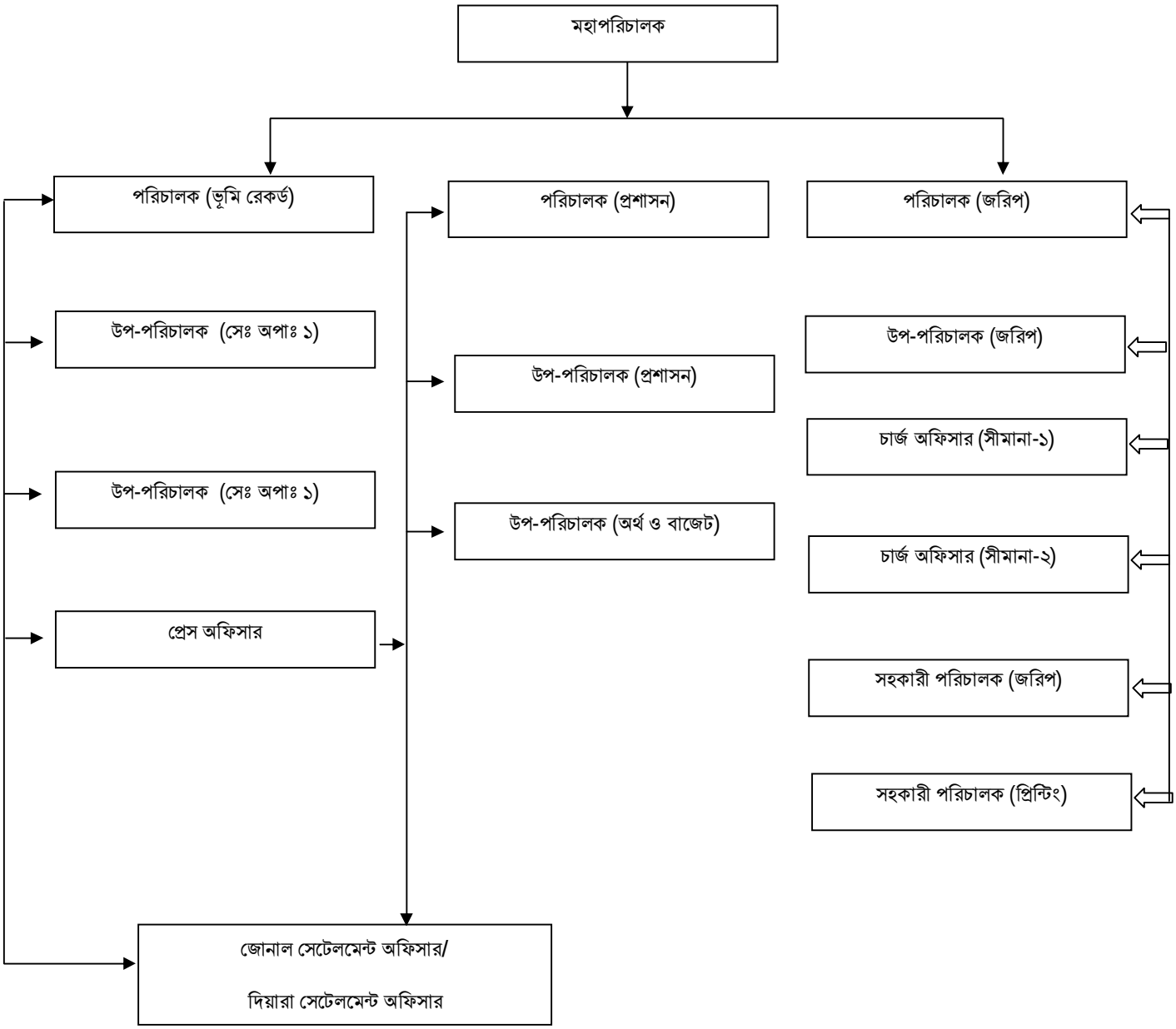

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এবং এর আওতাধীন অফিসসমূহের জনবলের বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	শ্রেণী	মঞ্জুরীকৃত	কর্মরত	শূন্য
১	১ম শ্রেণী (ক্যাডার	৬৫	৩৭	২৮
২	১ম শ্রেণী (নন-ক্যাডার)	৪২৩	৩০৭	১১৬
৩	২য় শ্রেণী	৬৮৪	২০৯	৪৭৫
৪	৩য় শ্রেণী	৪৪৭৭	১৮৭৪	২৬০৩
৫	৪র্থ শ্রেণী	১৯৮৩	৯৫৩	১০৩০
	সর্বমোট-	৭৬৩২	৩৩৮০	৪২৫২

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী কার্যপরিধিঃ

ক) একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সমগ্র দেশ, কোন জেলা অথবা জেলার কোন অংশের স্বত্বলিপি এবং মৌজা ম্যাপ প্রস্তুত/সংশোধন করবার লক্ষ্যে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ পরিচালনার জন্য প্রকল্প প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়ন।
খ) পর্যায়ক্রমে সমগ্র দেশের প্রতিটি মৌজার প্রতিটি ভূখন্ড জরিপ করে ভূমি রেকর্ড ও মৌজার ম্যাপ প্রস্তুত/সংশোধন করা।
গ) দেশের প্রতিটি ভূমি মালিকের রেকর্ড-অব-রাইটস বা স্বত্বলিপি (খতিয়ান) প্রণয়ন এবং মুদ্রণের কাজ।
ঘ) দেশের প্রতিটি মৌজার, উপজেলার, জেলার এবং সমগ্র দেশের ম্যাপ প্রস্তুত, মুদ্রণ এবং পুনঃমুদ্রণ করা।
ঙ) মৌজার ম্যাপ প্রস্তুত করার জন্য থিওডোলাইট ও জিপিএস মেশিনের মাধ্যমে কন্ট্রোল পয়েন্ট নির্ধারণ করা।
চ) বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে আন্তর্জাতিক সীমানা চিহ্নিত করা, সীমানা স্ট্রিপ ম্যাপ প্রস্তুত এবং তা মুদ্রণ করা।
ছ) আন্তঃবিভাগীয় সীমানা বিরোধ নিস্পত্তি করা।
জ) আন্তঃজেলা এবং আন্তঃউপজেলা সীমানা বিরোধ নিস্পত্তি ও নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসককে কারিগরী সহায়তা প্রদান করা।
ঝ) জেলা/উপজেলা পুনর্গঠন সংক্রান্ত সরকারী প্রস্তাবে কারিগরী ও ভৌগলিক গ্রহণযোগ্যতার বিষয় নিরীক্ষা করা।
ঞ) প্রতি বছর বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন/পুলিশ/বন) ক্যাডারসহ বিচার বিভাগীয় অফিসারগণের সার্ভে ও সেটেলমেন্ট ট্রেনিং এর আয়োজন করা এবং ট্রেনিং প্রদান করা।

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এর ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

০১। জোনাল স্কীমের আওতায় দেশে বর্তমানে ১২টি জোনে জরিপ কার্যক্রম চলছে। যশোর, খুলনা, ফরিদপুর, বরিশাল, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, সিলেট, টাঙ্গাইল, কুমিল্লা, নোয়াখালী ও রাজশাহী- ১২টি জোন ছাড়াও দিয়ারা অপারেশনের মাধ্যমে সিকস্তি ও পয়স্তি ভূমির জরিপ কাজ চলছে। তাছাড়া বৃহত্তর ময়মনসিংহের ৫টি জেলার ৪৭টি উপজেলায় চলমান রিভিশনাল জরিপ কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। পাবনা সেটেলমেন্টের রিভিশনাল জরিপ কাজ শেষ হওয়ার পর ২০০৭ সালে তৎকালীন তত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার সিদ্ধান্ত অনুসারে পাবনা'র ইছামতি নদী সংলগ্ন এলাকায় জরিপ কার্যক্রম চলছে।

০২। ঢাকা'র রিভিশনাল সেটেলমেন্টের কাজ শেষ হওয়ার পর ঢাকা মহানগরী সমন্বিত বন্যা প্রতিরোধ প্রকল্পের অধীনে ১৯৯৫- ৯৬ অর্থবছরে ঢাকা সিটি জরিপ নামে ১৫টি থানার আওতাভুক্ত মৌজার জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

০৩। এছাড়া ঢাকা মহানগরীর চর্তুপার্শ্বস্থ্য নদী ও নদী-সংলগ্ন মৌজাসমূহ জরিপের লক্ষ্যে বৃহত্তর ঢাকা'র ৪টি জেলার ১৩টি উপজেলার নদী ও নদী-তীরবর্তী মৌজাসমূহের জরিপ কাজ শুরু হয়। বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু ও শীতলক্ষ্যা নদী দখল ও অবৈধ স্থাপনার বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্টে বিচারাধীন ৩৫০৩/২০০৯ নং রীটের আদেশে নদী ও খালের সীমানা নির্ণয়ের নিমিত্ত জরিপ কার্যক্রম সাময়িক স্থগিত রয়েছে।

০৪। ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে সাভার উপজেলায় ৫টি মৌজায় ডিজিটাল জরিপ শুরু করা হয়। উক্ত মৌজাগুলির সামগ্রিক কার্যক্রম প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে নরসিংদী জেলার পলাশ উপজেলায় ৪৮টি মৌজার ডিজিটাল জরিপ শুরু হয়েছে। এ মৌজাগুলোর কিস্তোয়ার পরবর্তী কাজ চলছে। এছাড়া ২০১১-১২ আর্থিক বৎসরে দিয়ারা সেটেলমেন্টের আওতায় চট্টগ্রাম, মানিকগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, পটুয়াখালী, ভোলা, মুন্সীগঞ্জ ও ঢাকা জেলায় ২৬টি মৌজার ডিজিটাল জরিপ নিজস্ব জনবল দিয়ে শুরু করা হয়েছে। এ মৌজাগুলোর বেশীরভাগ মৌজার মাঠ পর্যায়ের ডাটা সংগ্রহ করা হয়েছে। বর্তমানে পরবর্তী স্তরের কাজ চলমান রয়েছে।

০৫। বৃহত্তর ৯টি জেলায় (দিনাজপুর, জামালপুর, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, পাবনা, ময়মনসিংহ, পটুয়াখালী, চট্টগ্রাম ও ঢাকা) ৯টি জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস এবং এর আওতাধীন ২০০টি উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস স্থাপনের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় হতে অনুমোদন পাওয়া গেছে। অনুমোদিত নবসৃষ্ট ৯টি জোনাল সেটেলমেন্টের অধীন ২০০টি উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিসের মধ্যে ঢাকা, ময়মনসিংহ, পাবনা, দিনাজপুর ও রাজশাহী জোনে সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার, উপ-সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার ও ৩য় শ্রেণীর কিছুসংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে।

০৬। দেশের জরিপ আওতাভুক্ত মৌজার সংখ্যা ৪১,৯৬৫টি। তন্মধ্যে ৯৭.৮৩% অর্থাৎ ৪১০৫৪টি মৌজার মাঠ পর্যায়ের জরিপ কাজ (Field Survey) সম্পন্ন হয়েছে। ৯৭.০৮% মৌজার (৪০,৭৪০টি) তসদিক সম্পন্ন হয়েছে। ৯১.১২% মৌজার (৩৮২৪০টি) আপত্তি কেস ও ৮৪.৬৮% মৌজার (৩৫,৫৩৬টি) আপীল কেস নিস্পত্তি করা হয়েছে এবং ৬০.৩৬% মৌজা (২৫,৩২২টি) চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হয়েছে এবং ৪৩.৬২% মৌজা (১৮৩০৭টি) জেলা প্রশাসক সহ বিভিন্ন দপ্তরে হস্তান্তর করা হয়েছে।

মৌজা ম্যাপ উৎপাদনের প্রতিবেদনঃ

অর্থ বছর	সিট সংখ্যা	কপি সংখ্যা
২০১৪-২০১৫	৩২৯৫	৩,৩৩,৭৩১

২০১৪-২০১৫ ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের জরিপ অনুবিভাগের আওতাধীন অংকন শাখার বার্ষিক কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদনঃ

- ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে বিভিন্ন জোন থেকে ১৬৩৬টি মৌজার ৩৮০৭টি সীট অংকন শাখায় জমা হয়।
- ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে পরীক্ষান্তে ৯০৫টি মৌজার ২১৭৮টি সীট চূড়ান্ত মুদ্রণের জন্য রেকর্ড শাখায় প্রেরণ করা হয়।

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে সেটেলমেন্ট প্রেসের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডঃ

খতিয়ান মুদ্রণের বিস্তারিত বিবরণ (২০১৪-২০১৫ অর্থ বছর)

খতিয়ান এন্ট্রি		খতিয়ান মুদ্রণ		মুদ্রণের জন্য অপেক্ষমান		হস্তান্তর		হস্তান্তরের জন্য অপেক্ষমান		রেকর্ড রুমে সর্বশেষ মজুদ	
মৌজা	খতিয়ান	মৌজা	খতিয়ান	মৌজা	খতিয়ান	মৌজা	খতিয়ান	মৌজা	খতিয়ান	মৌজা	খতিয়ান
৪৫৬	৭,০৭,৯২৪	৭৬৭	৬,৮২,৮২৭	৪২৬	৩,৬১,০০০	৯২৪	৭,৪৬,১২৬	১৫২	৮৩,৪৮৯	১৭৫	১,৪৩,৪৫৬

খতিয়ান ও মাঠ জরিপ কাজে ব্যবহৃত বিবিধ ফরম মুদ্রণের নিমিত্ত ক্রয়কৃত মালামালের বিবরণ (২০১৪-২০১৫) অর্থ বছর)

ক্রমিক নং	মালামালের বিবরণ	পরিমাণ/সংখ্যা
০১।	প্রিন্টার (জেরক্স ৪৬২২)	২৪টি
০২।	প্রিন্টার (জেরক্স ৫৫৫০)	০৫টি
০৩।	টোনার (জেরক্স ৪৬২০)	৩৬৩টি
০৪।	টোনার (জেরক্স ৪৫১০)	১০টি
০৫।	ড্রাম কার্টিজ (জেরক্স ৪৬২০)	১০৯টি
০৬।	ড্রাম কার্টিজ (জেরক্স ৫৫৫০)	১৫টি
০৭।	সাদা লিগ্যাল সাইজ অফসেট কাগজ (৮.৫" ১৪" ১০০ জিএসএম)	৯৬৭২ রিম
০৮।	সাদা অফসেট কাগজ (২৭" ১৪" ৮০ জিএসএম)	১৫৩৩ রিম

অন্যান্য কার্যক্রমঃ

০১।	৭৪ জন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর সাজ পোষাক সরবরাহ।
০২।	প্রেসের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে ১৬টি সিসি টিভি ক্যামেরা স্থাপন।
০৩।	আসবাবপত্র ক্রয়।
০৪।	ওয়্যারিং ও এসি স্থাপন।

২০১৪-২০১৫ মাঠ মৌসুমে জরিপ অনুবিভাগের ডিজিটাল জরিপ, জিওডেটিক পিলারের মান নির্ণয় ও আন্তঃজেলা সীমানা নির্ধারণ কাজের অগ্রগতিঃ

(ক) **ডিজিটাল জরিপ কাজের অগ্রগতিঃ**

১) পাবনা জোনের ডিজিটাল জরিপ কাজের অগ্রগতিঃ

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	কর্মসূচী ভূক্ত মৌজা ও এরিয়া		এরিয়া ও সীট সংখ্যা			মন্তব্য
			মৌজার সংখ্যা	এরিয়া (ব.মা.)	মৌজার নাম	ডিজিটাল জরিপকৃত এরিয়া (ব.মা.)	সরবরাহকৃত মোট সীট সংখ্যা	
১.	পাবনা	ঈশ্বরদি	০২	০.৯৩	১. রুপচর কনিকা নং-১২৯	১.৫৩	০৭	
					২. সাড়া পশ্চিম নং ১৩০	০.৪৫	০২	
				মোট		১.৯৮	০৯	

২) বরগুনা জেলার সদর উপজেলাধীন দিয়ারা এলাকার ডিজিটাল জরিপ কাজে ১জন ক্যাম্প অফিসার ৪জন সার্ভেয়ার ও ৪জন ডাটা প্রসেসর দিয়ারা সেটেলমেন্ট অফিসার, ঢাকার অনুকুলে ন্যস্ত করা হয়েছে। উক্ত কর্মচারীগণ খাজুরা মৌজার ডিজিটাল জরিপ কাজ শুরু করেন। এ মৌজার ৯০% জরিপ কাজ সমাপ্ত করা হয়।

খ) জিওডেটিক পিলার এর মান নির্ণয়ের অগ্রগতিঃ

১। ঢাকা জেলার সাভার উপজেলাধীন ১ম পর্যায়ে ২৪টি মৌজায় ৩৭টি পিলারের মান নির্ণয়ের জন্য জিপিএস সার্ভে টিম প্রেরণ করা হয়। উক্ত উপজেলার ধরেনদা, সাদাপুর, কমলাপুর, ধামপাড়া, উত্তর দত্তপাড়া, দক্ষিণ কাঞ্জনপুর, দক্ষিণ বত্তারপুর, শকরান, উণাইল, ধামসোনা, দেওধাশা, মদনপুর, ভাটপাড়া, দিয়াবাড়ী, আমরপুর, চাইরা, বাগ্নিবাড়ী, ধনিয়া, চাকলগাঁও, নয়াবাড়ী, সাধুপাড়া, দক্ষিণ রামচন্দ্রপুর, নাটেরপাড়া ও পূর্ব ভবনীপুর মৌজায় সরেজমিনে স্থাপিত ৩৭টি জিওডেটিক পিলারের মান নির্ণয় করে জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার ঢাকাকে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সরবরাহ করা হয়।

২। বরগুনা জেলার সদর উপজেলাধীন ৪টি মৌজার ০৮টি পিলার এর মান নির্ণয়ের জন্য জি,পি,এস সার্ভেটিম প্রেরণ করা হয়। উক্ত উপজেলার খাজুরা, করউতলমাইঠা, ক্রোক ও পুটকাখালী মৌজার সরেজমিনে স্থাপিত ০৮টি জিওডেটিভ পিলারের মান নির্ণয় করে সেটেলমেন্ট অফিসার, দিয়ারা অপারেশন, ঢাকাকে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সরবরাহ করা হয়।

৩। কক্সবাজার জেলার মহষখালী উপজেলাধীন মহেষখালী পাহাড় মৌজার ০৬টি পিলার এর মান নির্ণয়ের জন্য জি,পি,এস সার্ভে টিম প্রেরণ করা হয়। উক্ত উপজেলার মহেষখালী পাহাড় মৌজার ০৬টি জিওডেটিক পিলারের মান নির্ণয় করে সেটেলমেন্ট অফিসার, দিয়ারা অপারেশন, ঢাকাকে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সরবরাহ করা হয়।

৪। বিশেষ সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ (বি,সি,এস) কাজে গাজীপুর সদর উপজেলাধীন নলজানি মৌজায় ০২টি জিওডেটিক পিলার এর মান নির্ণয় করে কোর্স কো-অরডিনেটরকে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সরবরাহ করা হয়।

৫। মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশ মোতাবেক ঢাকা জেলার লালবাগ ধানাধীন হাজারীবাগ মৌজার ড্যাম্পিং ষ্টেশনের সীমানা নির্ধারণ কাজে জি,পি,এস সার্ভে টিম প্রেরণ করা হয়। উক্ত মৌজায় ০২টি জিওডেটিক পিলার মান নির্ণয় করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, ঢাকাকে সরবরাহ করা হয়।

(গ) **২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে আন্তঃজেলা সীমানা নির্ধারণ কাজের অগ্রগতিঃ**

ক্রমিক নং	বিরোধীয় জেলা ও উপজেলা	বর্তমান অবস্থা
১	বগুরা (সারিয়া কান্দি)-জামালপুর (মাদারগঞ্জ) আন্তঃজেলা সীমানা।	৬৯টি পিলার নির্মাণের চিহ্নিত স্থান উভয় জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধির নিকট বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। আনুমানিক দৈর্ঘ্য ২৫ কিঃমিঃ।
২	বগুরা (সারিয়া কান্দি)-জামালপুর (ইসলামপুর) আন্তঃজেলা সীমানা।	২৬টি পিলার নির্মাণের চিহ্নিত স্থান উভয় জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধির নিকট বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। আনুমানিক দৈর্ঘ্য ০৯ কিঃমিঃ।
৩	খুলনা (কয়রা)-সাতক্ষীরা (আশাশুনী) আন্তঃজেলা সীমান।	১১টি পিলার নির্মাণের চিহ্নিত স্থান উভয় জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধির নিকট বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। আনুমানিক দৈর্ঘ্য ০৭ কিঃমিঃ।
৪	বরিশাল (সদর)-ঝালোকাঠি (নলছিটি) আন্তঃজেলা সীমানা।	বরিশাল সদর উপজেলার জনগণের বাধার কারণে বিরোধীয় এলাকায় কাজ করা সম্ভব হয়নি।
৫	বরিশাল (মেহেন্দিগঞ্জ)-ভোলা (সদর) আন্তঃজেলা সীমানা।	১৭টি পিলার নির্মাণের চিহ্নিত স্থান ভোলা জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধির নিকট বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। আনুমানিক দৈর্ঘ্য ১০ কিঃমিঃ।
৬	বরিশাল (মেহেন্দিগঞ্জ)-ভোলা (সদর) আন্তঃজেলা সীমানা।	ভোলা সদর উপজেলার স্থানীয় চেয়ারম্যান ও জনগণের বাধার কারণে বিরোধী এলাকায় আন্তঃজেলা জরিপ কাজ করা সম্ভব হয়নি।
৭	ভোলা (চর ফ্যাশন) - পটুয়াখালী (গলাচিপা ও দশমিনা) (আংশিক)	গত ০৯-০৬-২০১৪ তারিখে (আংশিক) ৪৮টি পিলার নির্মাণের চিহ্নিত স্থান উভয় জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধির নিকট বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে।

২০১৪-২০১৫ মাঠ মৌসুমে বাংলাদেশ-ভারত আন্তর্জাতিক সীমানা পিলার নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ ও মেরামত কাজের অগ্রগতির বিবরণঃ-

১। **বাংলাদেশ-পশ্চিমবঙ্গ (ভারত) সেক্টরঃ**

বাংলাদেশ-পশ্চিমবঙ্গ (ভারত) সেক্টরে বিভিন্ন প্রকারের ১০৪টি পিলার নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ ও ১৮৫টি পিলার মেরামত করা হয়েছে। উভয় দেশের মহাপরিচালক/পরিচালক পর্যায়ে ২টি যৌথ সীমানা সম্মেলন ও পরিচালক/উপ-পরিচালক পর্যায়ে ১টি যৌথ মাঠ পরিদর্শন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ-পশ্চিমবঙ্গ (ভারত) সেক্টরের (অপদখলীয় এলাকার ১৬টি ও অমিমাংসিত এলাকার ১টি) ১৭টি ইন্টারিম স্ট্রিপ ম্যাপ প্রতিটির ৫ কপি করে উভয় দেশের মহাপরিচালক/পরিচালক এবং প্লেনিপোটেনশিয়ারী পর্যায়ে যৌথ স্বাক্ষর করা হয়েছে।

২। **বাংলাদেশ-আসাম (ভারত) সেক্টরঃ**

বাংলাদেশ-আসাম (ভারত) সেক্টরে ৭৬টি পিলার মেরামত করা হয়েছে। এ সেক্টরে মহাপরিচালক/পরিচালক পর্যায়ে ১টি যৌথ সীমানা সম্মেলন ও ১টি যৌথ মাঠ পরিদর্শন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ-আসাম (ভারত) সেক্টরের (অপদখলীয় এলাকার ৩টি ও অমিমাংসিত এলাকার ২টি) ৫টি ইন্টারিম স্ট্রিপ ম্যাপ প্রতিটির ৫ কপি করে উভয় দেশের মহাপরিচালক/পরিচালক এবং প্লেনিপোটেনশিয়ারী পর্যায়ে যৌথ স্বাক্ষর করা হয়েছে।

৩। **বাংলাদেশ-মেঘালয় (ভারত) সেক্টরঃ**

বাংলাদেশ-মেঘালয় (ভারত) সেক্টরে বিভিন্ন প্রকারের ৫৩৩টি পিলার নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ ও ৬৬টি পিলার মেরামত করা হয়েছে। বাংলাদেশ-মেঘালয় (ভারত) সেক্টরের অপদখলীয় এলাকার ৭টি ইন্টারিম স্ট্রিপ ম্যাপ প্রতিটির ৫ কপি করে উভয় দেশের মহাপরিচালক/পরিচালক এবং প্লেনিপোটেনশিয়ারী পর্যায়ে যৌথ স্বাক্ষর করা হয়েছে।

৪। **বাংলাদেশ-ত্রিপুরা (ভারত) সেক্টরঃ**

বাংলাদেশ-ত্রিপুরা (ভারত) সেক্টরে বিগত বছরে কোন যৌথ সীমানা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়নি ফলে কোন কর্মসূচী গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশ-ত্রিপুরা (ভারত) সেক্টরের অপদখলীয় এলাকার ১টি ইন্টারিম স্ট্রিপ ম্যাপ এর ৫ কপি উভয় দেশের মহাপরিচালক/পরিচালক এবং প্লেনিপোটেনশিয়ারী পর্যায়ে যৌথ স্বাক্ষর করা হয়েছে।

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত প্রশিক্ষণের বিবরণঃ

ক্রমিক নং	কোর্সের বিষয় বস্তু	সময় কাল	প্রকৃতি	কতজনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে	প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর পদবী
১।	বেসিক কম্পিউটার কোর্স	১০ দিন কর্মদিবস	ইন-হাউজ	৫২ জন	অফিস সহকারী, উচ্চমান সহকারী, প্রিন্টার, জিংক কারেক্টর, রেকর্ড কিপার, কপিষ্ট কাম বেঞ্চ সহকারী, খারিজ সহকারী।
২।	জি আই এস, জি এন এস এস এং ফটোগ্রামেট্রি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	০৫ কর্মদিবস	ইন-হাউজ	৪৭ জন	জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার, উপ-সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার, সার্ভয়োর, ড্রাফটসম্যান মন্তব্যঃ ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীন স্ট্রেংদেনিং এ্যাকসেস টু ল্যান্ড এন্ড প্রপার্টি রাইটস ফর অল

					সিটিজেনস অব বাংলাদেশ শীর্ষক প্রকল্পের ব্যবস্থাপনায়।
৩।	জি পি এস কোর্স	১ মাস	ইন-হাউজ	১০ জন	সহকারী জরিপ অফিসার, সার্ভেয়ার, কম্পিউটর, বাউন্ডারী আমিন মন্তব্যঃ Overseas Marketing Corporation (Pvt,) Ltd.8 Panthapath, Dhaka এর ব্যবস্থাপনায়
৪।	জি আই এস কোর্স	১৫ কর্মদিবস	ইন-হাউজ	৫০ জন	সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার, উপ-সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার, সার্ভেয়ার ড্রাফটসম্যান
৫।	আইসিটি কোর্স	১০ কর্মদিবস	ইন-হাউজ	৫০ জন	অফিস সহকারী, উচমান সহকারী, প্রিন্টার, জিংক কারেক্টর, রেকর্ড কিপার, কপিষ্ট কাম বেঞ্চ সহকারী, খারিজ সহকারী
৬।	মৌল অফিস ব্যবস্থাপনা কোর্স	০৫ কর্মদিবস	ইন-হাউজ	২৭ জন	অফিস সহকারী, উচ্চমান সহকারী, প্রিন্টার, জিংক কারেক্টর, রেকর্ড কিপার, কপিষ্ট কাম বেঞ্চ সহকারী, খারিজ সহকারী।
৭।	জরিপ চলাকালীন সময়ে রাজস্ব প্রশাসনের করীণয় বিষয়ে অবহিতকরণ কর্মশালা	০৩ কার্যদিবস	ইন-হাউজ	৮১ জন	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব/এলএ), জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, চার্জ অফিসার, সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার
৮।	অভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণ (বাইরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান)			৪ জন	বিভিন্ন পদবীর
			মোট-	৩৬৪ জন	

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণ কর্মসূচীঃ

ক্রমিক নং	কোর্সের নাম	অংশগ্রহনকারীর সংখ্যা	প্রশিক্ষণের সময়কাল	প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের নাম
১.	বেসিক কম্পিউটার কোর্স (৪৪তম ব্যাচ)	১ জন কর্মকর্তা	১০/০৮/২০১৪ হতে ২৪/০৮/২০১৪ পর্যন্ত	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর প্রশিক্ষণ হল।
২.	বেসিক কম্পিউটার কোর্স (৪৫তম ব্যাচ)	২৬ জন কর্মচারী	০১/০৯/২০১৪ হতে ১১/০৯/২০১৪ পর্যন্ত	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর প্রশিক্ষণ হল।
৩.	জি আই এস	১৮ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী	২২/০৯/২০১৪ ০৫ (পাঁচ) দিন	CEGIS, CEGIS main building house no-6. road no-23/c Gulsan-1, Dhaka.
৪.	জি আই এস, জি এন এস এস এবং ফটোগ্রামেট্রি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	২৯ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী	১৬/১১/২০১৪ হতে ১৯/১১/২০১৪ পর্যন্ত	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর প্রশিক্ষণ হল।
৫.	জি পি এস	১০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী	২৩/১/২০১৪ হতে ১ মাস	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর প্রশিক্ষণ হল।
৬.	জি আই এস (১ম ব্যাচ)	২৫ জন কর্মচারী	০৮/০২/২০১ হতে ২৬/০২/২০১৫ পর্যন্ত	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর প্রশিক্ষণ হল।
৭.	জি আই এস (২য় ব্যাচ)	২৫ জন কর্মচারী	০২/০৩/২০১৫ হতে ২৩/০৩/২০১৫ পর্যন্ত	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর প্রশিক্ষণ হল।

৮.	আইসিটি প্রশিক্ষণ কোর্স (১ম ব্যাচ)	২৫ জন কর্মচারী	২৯/০৩/২০১৫ হতে ০৯/০৪/২০১৫ পর্যন্ত	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর প্রশিক্ষণ হল।
৯.	মৌল অফিস ব্যবস্থাপনা কোর্স	২৭ জন কর্মচারী	১৯/০৪/২০১৫ হতে ২৩/০৪/২০১৫ পর্যন্ত	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর প্রশিক্ষণ হল।
১০.	আইসিটি প্রশিক্ষণ কোর্স (২য় ব্যাচ)	২৫ জন কর্মচারী	১৭/০৫/২০১৫ হতে ২৮/০৫/২০১৫ পর্যন্ত	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর প্রশিক্ষণ হল।
১১.	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব/এলএ) এবং জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসারদের সমন্বয়ে জরিপ চলাকালীন সময়ে রাজস্ব প্রশাসনের করনীয় বিষয়ে অবহিতকরণ কর্মশালা	৮১ জন কর্মকর্তা	০৫/০৬/২০১৫ হতে ০৭/০৬/২০১৫ পর্যন্ত	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর প্রশিক্ষণ হল।

২.৪ ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রঃ

ভূমি মন্ত্রণালয় এর নিয়ন্ত্রণাধীন ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কার্যাবলী নিম্নরুপঃ

1. জেলা ও থানা পর্যায়ে কর্মরত বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা এবং
2. সরকারকে ভূমি সংস্কার ও অন্যান্য বিষয়ে পরামর্শ প্রদান। এছাড়াও ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী নিম্নরূপ কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকেঃ

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডঃ

ক. ভূমি মন্ত্রণালয়াধীন ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ভূমি আইন ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, রেকর্ড সংক্রান্ত একমাত্র প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে যোগ্য, দক্ষ, অভিজ্ঞ ও কর্মক্ষম হিসেবে গড়ে তোলার নিমিত্তে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীন ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ১৯৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে এটি একটি উন্নয়ন প্রকল্প হিসেবে গঠিত হয়েছিল। ভূমি বিষয়ক আইন কানুন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদানই এর প্রধান কাজ। পরবর্তীতে ১৯৯৩ সালে এটি রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত হয়। অক্টোবর ২০১২ হতে ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এর নিজস্ব ভবনে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। **ঠিকানাঃ ৩/এ, নীলক্ষেত, কাটাবন ঢাল, ঢাকা-১২০৫ ফোনঃ ৯৬৬২৩৫৫ (অঃ), ফ্যাক্সঃ ৫৮৬১৩১২৫, ওয়েবসাইট www.latc.gov.bd**। এ কেন্দ্রের অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী এ প্রতিষ্ঠানে মোট ২৭টি পদ রয়েছে। এর মধ্যে ১ম শ্রেণীর পদ ০৭টি, ৩য় শ্রেণীর পদ ১০টি ও ৪র্থ শ্রেণীর পদ ১০টি। বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের নিম্নোক্ত ৪টি পদে পরিচালক (যুগ্ম-সচিব)-১ জন, উপ-পরিচালক (উপ-সচিব)-১ জন ও সহকারী পরিচালক-৪ জন প্রেষনে কর্মরত আছেন। বাকি ১ জন সহকারী পরিচালক নন-ক্যাডার হিসেবে অত্রাফিসে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত। ১৫ টি বিভিন্ন ক্যাটাগরির পদ সৃজন করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়ের সব আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে জিও জারী করা হয়েছে। নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ভূমি বিষয়ক আইন কানুন সম্পর্কে বিশেষভাবে নিম্নোক্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। যেমন-অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক,অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সহকারী কমিশনার (ভূমি), সহকারী কমিশনার/সহকারী পুলিশ সুপার, আরডিসি/জিসিও /এলএও,সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার,কানুনগো/ সেটেলমেন্ট কানুনগো/ ফিল্ড কানুনগো এবং ভূমি মন্ত্রণালয়াধীন বিভিন্ন সংস্থার অডিটর/অফিস সহকারী/পেশকার/বেঞ্চ/খারিজ সহকারী ও ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা/উপ সহকারী কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

এ ছাড়া বিভাগী কমিশনারগণের ব্যবস্থাপনায় বিভাগীয় পর্যায়ে ইউনিয়ন ভূমি সহকারী/উপ-সহকারী কর্মকর্তা/সার্ভেয়ার/ পেশকার/ বেঞ্চ সহকারী/সার্টিফিকেট সহকারী/রাজস্ব সহকারী ও সমপর্যায়ের কর্মচারী এবং পার্বত্য জেলার হেডম্যানগণকে ভূমি বিষয়ক আইন কানুন ও ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ভূমি জরিপসহ রেকর্ড সংরক্ষণ, সংশোধন এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন কানুন সম্পর্কে এ কেন্দের সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

এ ছাড়া জেলা প্রশাসকের ব্যবস্থাপনায় জেলা পর্যায়ে ইউনিয়ন ভূমি সহকারী/উপ-সহকারী কর্মকর্তা/সার্ভেয়ার/ পেশকার/ বেঞ্চ সহকারী/সার্টিফিকেট সহকারী/রাজস্ব সহকারী ও সমপর্যায়ের কর্মচারী এবং পার্বত্য জেলার হেডম্যানগণকে ভূমি বিষয়ক আইন কানুন ও ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ভূমি জরিপসহ রেকর্ড সংরক্ষণ, সংশোধন এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন কানুন সম্পর্কে এ কেন্দের সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রয়োজন ও বাস্তবতার নিরিখে ৩ সপ্তাহ, ২ সপ্তাহ ও ১ সপ্তাহের কোর্স পরিচালিত হয়ে থাকে। সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণের জন্য ৩ সপ্তাহের কোর্স ও অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য ২সপ্তাহ ও ১ সপ্তাহের কোর্স পরিচালিত হয়ে থাকে। এ সকল কোর্সে ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী ছাড়াও পুলিশ বিভাগের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ও সহকারী পুলিশ সুপার পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

ক-১: সুযোগ সুবিধাঃ

এ কেন্দ্রের ভবনটি ১২ তলা ফাউন্ডেশন এর উপর ১ম পর্যায়ে বর্তমানে ৫ তলা পর্যন্ত কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ২য় পর্যায়ে ৬ষ্ঠ তলা থেকে ১২ তলা পর্যন্ত বর্ধিত করার জন্য ডিপিপি তৈরী করত প্লানিং কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। এ ভবনের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ তলায় শীতাতাপ নিয়ন্ত্রিত তিনটি ক্লাস রুম রয়েছে। প্রতিটি ক্লাস রুমে ৪০ জন করে প্রশিক্ষণ দেয়ার সুযোগ রয়েছে। ক্লাস রুমের সংগে এটাচ বাথ রুম, ক্লাসে মালটিমিডিয়া,সার্বক্ষনিক বিদ্যুতের জন্য জেনারেটরের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীদের থাকার জন্যে এটাচ বাথ রুমসহ ১৬ টি কক্ষে ৩২ টি সিট রয়েছে। ৪র্থ তলায় ১০০ জনের একটি শীতাতাপ নিয়ন্ত্রিত ডা্ইনিং রুম রয়েছে । ৩য় তলার একপাশে রয়েছে ৪০ টি কম্পিউটার বিশিষ্ট দু'টি এসি ল্যাব । শীতাতাপ নিয়ন্ত্রিত লা্ইব্রেরী যার বইয়ের সংখ্যা ৫ হাজারের উপরে। উঠানামার জন্য সার্বক্ষণিক ২ টি লিফট ও দু'পাশে দু'টি প্রশস্ত সিড়ি। গ্রাউন্ড ফ্লোরে রয়েছে বিশাল আকারে একটি গাড়ী রাখার গ্যারেজ।

খ. ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে প্রধানতঃ ভূমি বিষয়ক আইন-কানুন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে নিম্নবর্ণিতভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ক্রঃ নং	প্রশিক্ষণার্থীর পর্যায়	কোর্সের সংখ্যা	সংখ্যা	
			কর্মকর্তা	কর্মচারী
১.	অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক/রাজস্ব/এলএ/শিক্ষা) ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার,	০১ টি	২০ জন	-
২.	আরডিসি/সহকারী কমিশনার	০১ ''	৩০ ''	-
৩.	এল এ ও এবং সহকারী কমিশনার	০১ ''	২০ ''	-
৪.	সহকারী কমিশনার/সহকারী পুলিশ সুপার	০১ ''	২৮ ''	-
৫.	নবনিযুক্ত সহকারী কমিশনার (ভূমি)	০৮ ''	২০৪ ''	-
৬.	সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার, কানুনগো/ সেটেলমেন্ট কানুনগো/ ফিল্ড কানুনগো	০১ ''	২৯ ''	-
৭.	ভূমি মন্ত্রণালয়াধীন অডিটর/অফিস সহকারী/পেশকার/বেঞ্চ/খারিজ সহকারী	০১ ''	-	৩৫ ''
৮.	হেডম্যান	০১ ''	-	৪০ ''
৯.	ইউনিয়ন ভূমি সহকারী/উপ-সহকারী কর্মকর্তা/সার্ভেয়ার/ পেশকার/ বেঞ্চ সহকারী/ সার্টিফিকেট সহকারী/রাজস্ব সহকারী ও সমপর্যায়ের কর্মচারী এবং পার্বত্য জেলার হেডম্যান	২৩ ''	-	৮৮৬ ''
	মোট :	৩৮ টি	৩৩১ জন	৯৬১ জন

সর্বমোট=১২৯২ জন

* ০৮ ও ০৯ নং ক্রমিকে উল্লেখিত প্রশিক্ষণার্থীগণ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকের ব্যবস্থাপনায় বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে ১ সপ্তাহের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। বাকি সকল কোর্স ২ সপ্তাহ ব্যাপী অত্র কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গ. সুবিধাভোগীর সংখ্যা- ১২৯২ জন।

ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক আইন কানুন ও নীতিমালা, ভূমি জরিপসহ রেকর্ড সংরক্ষণ, সংশোধন এবং ভূমির সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য

আইন কানুন সম্পর্কে ৩৮টি কোর্সে উল্লিখিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং ১টি সেমিনারের আয়োজন করা হয় তাতে ১১৫ জন অংশ গ্রহণ করেন।

ঘ. ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নবনির্মিত ভবনের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ, জেনারেটর সংস্থাপন ও কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন সংক্রান্ত ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ১৬০.৩১ লক্ষ টাকার কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

২.৫ হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) এর দপ্তর এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

(ক) অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী সংস্থার/প্রকল্পের কার্যাবলীঃ

জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ এর ২য় অধ্যায়ে এবং মধ্য স্বত্বসমূহ ৪র্থ অধ্যায়ে বিলুপ্ত ঘোষনার পর রাজস্ব আদায় ও সরকারি কোষাগারে ইহা জমা প্রদানের নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষে ১৯৫৪ সালে হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) এর দপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়।

হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তরের অর্গানোগ্রাম ও নতুন মঞ্জুরীকৃত জনবলের পদওয়ারী বিবরণ নিমেণ প্রদত্ত হলোঃ

নং	পদের নাম	শ্রেণী	মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা
১	হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব)	১ম শ্রেণী	০১টি
২	সহকারী হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব)	১ম শ্রেণী	০৯টি
৩	হিসাব তত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব)	২য় শ্রেণী	৭৬টি
৪	নিরীক্ষক (রাজস্ব)	৩য় শ্রেণী	৮৮টি
৫	সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	৩য় শ্রেণী	০১টি
৬	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	৩য় শ্রেণী	১৮টি
৭	গাড়ীচালক	৩য় শ্রেণী	০১টি
৮	অফিস সহায়ক	৪র্থ শ্রেণী	৭৯টি
	সর্বমোট =		**২৭৩টি**

কার্যপরিধিঃ জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাসত্ব আইন অনুসারে তহশীল/ইউনিয়ন ভূমি অফিস, উপজেলা ভূমি অফিস, উপজেলা নিবার্হী কর্মকর্তার ভি,পি শাখা, জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের এস এ শাখা, এল এ শাখা ও ভিপি শাখার হিসাব নিরীক্ষাসহ ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ভূমি আপীল বোর্ড, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এবং উহার নিয়ন্ত্রণাধীন জরিপ অফিসসমূহ, ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ভাওয়াল রাজ কোর্ট অব ওয়ার্ডস, ঢাকা নবাব কোর্ট অব ওয়ার্ডস এষ্টেট, আদর্শগ্রাম ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের ভি,পি শাখা এর নিরীক্ষাকায্য হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তরের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। প্রতি অর্থ বছরে সবর্মোট ৪৯০২টি হিসাবের অডিট সমাপনামন্তে ১৪১৪টি অডিট রিপোর্ট দাখিল করা হয়।

হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তর কর্তৃক নিরীক্ষিত হিসাবসমূহের বিস্তারিত তালিকাঃ

নিরীক্ষণযোগ্য অফিসের শ্রেণী বিন্যাস	নিরীক্ষণযোগ্য অফিসের নাম	নিরীক্ষণযোগ্য হিসাবের নাম	নিরীক্ষণযোগ্য হিসাবের সংখ্যা	প্রতিবছর রিপোর্টের সংখ্যা
ম্যানেজমেট সাইট	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়	এস.এ শাখা	৬৪টি	৬৪টি
		এল.এ শাখা	৬৪টি	৬৪টি
		ভি.পি শাখা	৫৭টি	৫৭টি
	জেলা প্রশাসক এর কার্যালয়, রাঙ্গামাটি	মৌজা ম্যান হিসাব	২৫টি	০৩টি
	উপজেলা নির্বাহী অফিসার কার্যালয়	চীফ হিসাব	০৩টি	
		ভি.পি শাখা	৪৬০টি	৪৬০টি
		উপজেলা/থানা ভূমি অফিস	৫০১টি	৫০১টি
		ইউনিয়ন ভূমি অফিস	৩,৪৬৩টি	
সেটেলমেন্ট সাইট	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	সদর দপ্তর	০১টি	০১টি
		ঢাকা সেটেলমেন্ট অফিস	০১টি	০১টি
		সেটেলমেন্ট প্রেস	০১টি	০১টি
		দিয়ারা সেটেলমেন্ট অফিস	০৪টি	০৪টি
		জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস	১৩টি	১৩টি
		উপজেলা সহকারী সেটেলমেন্ট অফিস	২৩২টি	২৩২টি
ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বোর্ড/ দপ্তর/অধিদপ্তর	ভূমি সংস্কার বোর্ড	সদর দপ্তর	০১টি	০১টি
		বিভাগীয় উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার এর কার্যালয়	০৬টি	০৬টি
		ভাওয়াল রাজ কোর্ট অব ওয়ার্ডস	০১টি	০১টি
		ঢাকা নওয়াব কোর্ট অব ওয়ার্ডস	০১টি	০১টি
	ভূমি আপীল বোর্ড	সদর কার্যালয়	০১টি	০১টি
	ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সদর কার্যালয়	০১টি	০১টি
	ভূমি মন্ত্রণালয়	ভি.পি শাখা	০১টি	০১টি
		সর্বমোট=	**৪৯০২টি**	**১৪১৪টি**

(খ) ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডঃ

(১) ভূমি মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ হিসাব নিরীক্ষা সংস্থা হিসেবে হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তর রাজস্ব প্রশাসনের মাঠ পযার্য়ের সেটেলমেন্ট ও ম্যানেজমেন্ট বিভাগের রাজস্ব খাতভূক্ত অফিসে অর্থবছরওয়ারী নিরীক্ষাকায্য সম্পাদন করে থাকে। অডিটের মাধ্যমে সরকারি স্বার্থ সংরক্ষণ ও অর্থের অপচয় রোধ করাই হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তরের সাফল্য হিসেবে বিবেচিত। নিরীক্ষকায্য সম্পাদন শেষে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে দাখিলকৃত রিপোট ও আর্থিক সংশ্লিষ্টতার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

নং	বিবরণ	অডিট আপত্তির সংখ্যা	অডিট আপত্তির সাথে জড়িত টাকার পরিমান	
			আত্মসাৎ	বিভিন্ন অনিয়মের মধ্যেমে রাজস্ব ক্ষতি উদঘাটন
১	ম্যানেজমেন্ট/সেটেলমেন্ট বিভাগের হিসাব	১৪১৪	৭২,০৭,৪২২/৩১	৫,৩৫,১৯,৫১১/৪৫
২	অর্পিত সম্পত্তি হিসাব		১,০১,৪২৯/১০	১৮,১৩,০৯,৩৮২/৫০
	মোট =	**১৪১৪**	**৭৩,০৮,৮৫১/৪১**	**২৩,৪৮,২৮,৮৯৩/৯৫**

(২) ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর এবং সিভিল অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক উত্থাপিত রাজস্ব প্রশাসনের মাঠ পর্যায়ের সকল অডিট রিপোর্টের (আই আর) নিষ্পত্তির কায্যক্রম হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তরের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর এবং সিভিল অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক উত্থাপিত অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তির ফলাফল নিম্নোক্ত ছকে প্রদর্শিত হলোঃ

নং	মোট আপত্তির সংখ্যা	নিরীক্ষিত অধিদপ্তর বরাবর নিষ্পত্তির সহায়ক জবাব প্রেরণ	নিষ্পত্তির সংখ্যা	অনিষ্পন্ন	মন্তব্য
১	৫৪টি	২টি	২৭টি	২৫টি	অনিষ্পন্ন আপত্তিকৃত অডিটের বক্ষমান জবাব প্রেরণ করা হয়েছে কিন্তু অদ্যাবধি নিষ্পত্তি সহায়ক মতামত পাওয়া যায়নি।

(গ) সুবিধাভোগীর সংখ্যা/প্রশিক্ষণ প্রদানের বিবরণী/বন্দোবস্তকৃত জমির পরিমান/অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমান/ নিষ্পত্তিকৃত মামলার বিবরণী/নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তির সংখ্যা ইত্যাদিঃ

(১) প্রশিক্ষণঃ হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তরের সদর দপ্তরসহ মাঠ পর্যায়ে কর্মরত ৩০ (ত্রিশ) জন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কম্পিউটার ভূমি মন্ত্রণালয়ে জারীকৃত আইন-কানুন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(২) নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তির সংখ্যাঃ হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তরের ২০১৪-২০১৫অর্থ বছরে রাজস্ব, ভি,পি এবং সেটেলমেন্ট অফিসসমূহে নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তির সংখ্যা নিমণরূপঃ

ক্রমিক নং	অডিট আপত্তির নিষ্পত্তির সন	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তির সংখ্যা
১	২০১৪-২০১৫	৭২০

২.৬ ল্যান্ড কমিশন

৩টি পার্বত্য জেলায় শামিত্ম ও সহ অবস্থানের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতির সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয় যা পার্বত্য শামিত্ম চুক্তি নামে পরিচিত। এ চুক্তির ৪ ধারা অনুযায়ী ল্যান্ড কমিশন গঠন করা হয়। ল্যান্ড কমিশনের উদ্দেশ্য হচ্ছে জমাজমি বিষয়ক বিরোধ নিস্পত্তি। একজন অবসরপ্রাপ্ত হাইকোর্টের বিচারপতির নেতৃত্বে ৫ জন সদস্য নিয়ে এই কমিশন গঠিত হয়। এতে আঞ্চলিক পরিষদের প্রতিনিধি, সার্কেল চিফ, একজন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কমিশনের অন্তর্ভুক্ত। এই কমিশনকে যাবতীয় সহায়তা দেয়া ভূমি মন্ত্রণালয় দায়িত্ব। ২০০১ সালে ল্যান্ড কমিশন আইন প্রণীত হয়েছে এবং ১৯/০৭/২০০৯ তারিখে কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। কমিশনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ ভূমি মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

৩.১ ভূমি মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহঃ

ভূমি ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ভূমি মন্ত্রণালয় বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ভূমি মন্ত্রণালয়ে গৃহীত উল্লেখযোগ্য সংস্কার ও অন্যান্য কর্মসূচি/কার্যক্রম/প্রকল্পসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলঃ

ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের এডিপিতে নিম্নোক্ত ১০টি প্রকল্প অন্তর্ভূক্ত ছিলঃ

প্রকল্পসমূহের তালিকা

1. গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন প্রজেক্ট)
2. Strengthening Governance Management Project (Component-B:Digital Land Management System
3. Capacity Building and Supporting the Implementation of 'ADB's Strengthening Governance Management Project (Component-B: Digital Land Management System)
4. Strengthening Access to Land and Property Rights to all Citizens of Bangladesh
5. ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি রেকর্ড, জরিপ ও সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়ঃ Computerization of Existing Mouza Maps and Khatians Project)
6. স্ট্রেংদেনিং সেটেলমেন্ট প্রেস, ম্যাপ প্রিন্টিং প্রেস এন্ড প্রিপারেশন অব ডিজিটাল ম্যাপস
7. চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (ভূমি মন্ত্রণালয়ের অংশ)
8. জাতীয় ভূমি জোনিং প্রকল্প(২য় পর্যায়)
9. ঢাকা মহানগরীর ছিন্নমুল বস্তিবাসী ও নিম্নবিত্তদেরকে ঢাকায় সরকারি জমিতে বহুতল বিশিষ্ট ভবনে পুনর্বাসন প্রকল্প (Vasantech Project)
10. Improving Public Administration through E-solution (Master Plan for Digital Land Management System - component)

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে এ ১০টি প্রকল্পের অনুকূলে আরএডিপিতে ৩৮.২৯ কোটি টাকার প্রকল্প সাহায্যসহ মোট ৬৯.৫৬ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে জুন'১৪ পর্যন্ত মোট ৫৯.৫৩ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে (যা বরাদ্দের ৮৬.০০%)।

৩.২.১ গুচ্ছগ্রাম (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশ প্রজেক্ট) প্রকল্পঃ

ক) অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম অনুয়ায়ী সংস্থার/ প্রকল্পের কার্যাবলী (প্রকল্পের মূল কার্যক্রম)

(১) খাস জমিতে গুচছগ্রাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসুচীর আওতায় বসতভিটা উচুঁকরণ, পুকুর খনন, পুনঃখনন, সংযোগ রাস্তা নির্মাণ ইত্যাদি।
(২) ঘর নির্মাণ: ৩০০ বর্গফুট ফ্লোর স্পেস বিশিষ্ট আরসিসি পিলারসহ দুইকক্ষ বিশিষ্ট ঘর এবং ৫রিং বিশিষ্ট সেনিটারী লেট্রিণ নির্মাণ, পরিবার প্রতি নির্মাণ ব্যয় ১,৩৭,৫০০/- টাকা ।

(৩) নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহ নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকারের গভীর নলকূপ/অগভীর নলকূপ/ রিংওয়েল/ইত্যাদি স্থাপন।

(৪) পুনর্বাসিত পরিবারসমূহের মাঝে বিআরডিবি এর মাধ্যমে আয় বর্ধনমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করা ।

(৫) প্রতিটি গুচছগ্রামে অন্ততঃ একটি করে মাল্টি পারপাস হল নির্মাণ করা।

(৬) আদর্শ গ্রাম প্রকল্প এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত গ্রামসমুহের প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষন কাজ সম্পাদন।

গুচ্ছগ্রাম (ক্লাইমেট ভিকটিম্স রিহ্যাবিলিটেশন প্রজেক্ট) প্রকল্প এর আওতায় দেশের ৭টি বিভাগের ৫৩টি জেলার ১৩১টি উপজেলায় ২৫৩টি গুচ্ছগ্রাম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং ১০,৭০৩টি ভূমিহীন পরিবারকে পরিবারপ্রতি ১টি ৩০০ বর্গফুটের ঘর, ১টি রান্নাঘর এবং ১টি ল্যাট্রিন প্রদান করা হয়েছে। এতে ১০,৭০৩টি ভূমিহীন, ঠিকানাবিহীন, গৃহহীন এবং নদী ভাঙ্গন কবলিত পরিবার পুনর্বাসিত হয়েছে এবং তাদের জীবনমানের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। গ্রামবাসীদের প্রশিক্ষণ ও আয়বর্ধক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য ৭৫০ বর্গফুট আয়তনের ২৪৮টি মাল্টিপারপাস হল নির্মাণ করা হয়েছে। গুচ্ছগ্রামের পুনর্বাসিত প্রতি ৫ হতে ১৫টি পরিবারের জন্য ১টি করে নলকূপ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ২৫৩টি গুচ্ছগ্রামে মোট ১২৩৩টি নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে যার মাধ্যমে নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহ নিশ্চিত হয়েছে।

প্রতিষ্ঠিত ২৫১টি গুচ্ছগ্রামের ১০৬২০টি পরিবারের রেজিস্ট্রিকৃত দলিল সম্পন্ন হয়েছে। ২৫২টি গুচ্ছগ্রামে বৃক্ষরোপন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৪২,৬০,০০০/- টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী তদ্বারা ফলদ, বনজ, ওষধি ও অন্যান্য মিলে প্রায় ১,১০,০০০ বৃক্ষের চারা রোপন করা হয়েছে। ২৪৯টি গুচ্ছগ্রামে পুনর্বাসিত ১০,৫৩৩টি পরিবারের মধ্যে উন্নতচুলা স্থাপন / বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৮৩,১০,৪০০/- টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। তদ্বারা পরিবার প্রতি ১টি করে উন্নত চুলা স্থাপন / বিতরণ করা হয়েছে।

খ। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড :

১. ২টি গুচ্ছগ্রাম নির্মাণ, ২টি গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণ করে ৮৩টি ভূমিহীন, গৃহহীন, ঠিকানাবিহীন ছিন্নমূল পরিবারের গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে (স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ও রান্না ঘরসহ)।

২. ১৩টি নলকূপ স্থাপন এবং ৪১টি মাল্টিপারপাস হল নির্মাণ করা হয়েছে।

৩. ১৩টি গুচ্ছগ্রামের বসতভিটা উচুকরণ, পুকুরখনন ও সংযোগ রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে।

৪. প্রতিষ্ঠিত ২৫৩টি গুচ্ছগ্রামের ১০,৭০৩টি পরিবারের সকলের মাঝে প্রকল্প মেয়াদের মধ্যেই রেজিস্ট্রিকৃত দলিল হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্নকরণের প্রচেস্টা অব্যাহত রাখা হয়েছে ।

৫. প্রশিক্ষণ খাতে নতুন করে কোন বরাদ্দ প্রদান করা হয়নি। তবে ইতোপূর্বের বরাদ্দ দ্বারা গুচ্ছগ্রামে পুনর্বাসিতদের মাঝে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রাখা হয়েছে।

৬. ঋণ বিতরণ খাতে নতুন করে কোন বরাদ্দ প্রদান করা হয়নি। তবে ইতোপূর্বের বরাদ্দ দ্বারা গুচ্ছগ্রামে পুনর্বাসিতদের মাঝে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম চলমান রাখা হয়েছে।

৭. ১টি গুচ্ছগ্রামে বৃক্ষরোপন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১২,০০০/-টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী তদ্বারা প্রায় ৩০০টি বৃক্ষের চারা রোপন করা হয়েছে।

৮. সম্প্রসারিত অংশসহ সর্বমোট ১৬৫টি গুচ্ছগ্রামে পুনর্বাসিত ৭,৫৩৮টি পরিবারের মধ্যে উন্নতচুলা স্থাপন/ বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৬০,৩০,৪০০/-টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। তদ্বারা পরিবার প্রতি ১টি করে উন্নত চুলা স্থাপন / বিতরণ করা হয়েছে।

গ) সুবিধাভোগীর সংখ্যা/প্রশিক্ষণ প্রদানের বিবরণী :

1. ২৫২টি গুচ্ছগ্রামের পুনর্বাসিত ১০,৬৫০টি পরিবারের মধ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিআরডিবি'র অনুকূলে ৩,৫৪,৯৬,৫৬০/- টাকা ছাড় করা হয়েছে। যা দ্বারা বিআরডিবি কর্তৃক গুচ্ছগ্রামে পুনর্বাসিতদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২৫২টি গুচ্ছগ্রামের পুনর্বাসিত ১০,৬৫০টি পরিবারের মধ্যে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিআরডিবি'র অনুকূলে ১০,৬৫,০০,০০০/- টাকা ছাড় করা হয়েছে। যা দ্বারা বিআরডিবি কর্তৃক গুচ্ছগ্রামে পুনর্বাসিতদের ঋণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ঘ) সম্পাদিতব্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ড (২০১৪-২০১৫)

১. ২টি গুচ্ছগ্রাম নির্মাণ এবং ২টি গুচ্ছগ্রাম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ৮৩টি ভুমিহীন, গৃহহীন, ঠিকানাবিহীন ছিন্নমূল পরিবারের পুর্ণবাসন করা।

২. ৪১টি গুচ্ছগ্রামে ৪১টি মাল্টিপারপাস হল নির্মাণ কাজ সম্পাদন করা।

ছবি - কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলার চর ঘোড়কমন্ডল গুচ্ছগ্রাম

ছবি - শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলার ধানভাঙ্গা গুচ্ছগ্রাম

৩.২.২ Strengthening Governance Management Project (Component-B: Digital Land Management System

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য:

১। ডিজিটাল ভূমি রেকর্ড ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের মাধ্যমে ভূমি মালিকানা স্বত্ব নিরঙ্কুশ ও তার নিরাপত্তা বিধান করা এবং অতি সহজে তা সংরক্ষণ করা;

২) সরকারী ভূমির ব্যবস্থাপনা ও মালিকানা নিরঙ্কুশ করা;

৩) ভূমি ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা উন্নয়ন করা, রেকর্ড হাল-নাগাদকরণে (মিউটেশন) সময়ক্ষেপন দূর করা এবং তাৎক্ষণিক হাল-নাগাদকরণের মাধ্যমে রেকর্ডের সঠিকতা নিশ্চিতকরণের দ্বারা বার বার সংশোধনী জরিপের প্রয়োজনীয়তা দূর করা।

প্রকল্পের কার্যাবলী:

১) ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরে ০১টি কেন্দ্রীয় ডাটা সেন্টার স্থাপন করা;

২) বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে ০১টি ডাটা ডিজাস্টার রিকভারী সেন্টার স্থাপন করা;

৩) ০৭টি জেলা ও ৪৫টি উপজেলায় (সহকারী কমিশনার, ভূমি এর কার্যালয়) ডিজিটাল ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালুকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইসিটি যন্ত্রপাতি ক্রয় ও স্থাপন করা;

৪) ডিজিটাল ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম পরিচালনার জন্য একটি উপযুক্ত সফটওয়্যার তৈরী ও চালুকরণ;

৫) ২০টি উপজেলায় ভূমি তথ্য সেবা কেন্দ্র চালুকরণ;

৬) প্রকল্পভুক্ত কম/বেশী মোট ১৮৫০০ টি মৌজা ম্যাপ শীট স্ক্যানিং ও সব শেষে প্রকাশিত মৌজা ম্যাপ শীট ডিজিটাইজকরণ;

৭) প্রায় ৬৫ লক্ষ খতিয়ানের (সিএস, এসএ, আরএস, মিউটেশনকৃত) স্ক্যানিং ও ডাটা এন্ট্রিকরণ ইত্যাদি।

২০১৪-১৫ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড:

১) প্রকল্পের দরপত্র অনুমোদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন;

২) প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নিয়োগ সম্পন্ন;

৩) ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পে সরাসরি জনবল নিয়োগ;

৪) ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরে কেন্দ্রীয় ডাটা সেন্টার নির্মাণ কাজ চলমান;

৫) প্রকল্পভুক্ত বিভিন্ন জেলায় খতিয়ান স্ক্যানিং এর কাজ আরম্ভ।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিতব্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ড:

১) ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরে ০১টি কেন্দ্রীয় ডাটা সেন্টার স্থাপন করা;

২) বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে ০১টি ডাটা ডিজাস্টার রিকভারী সেন্টার স্থাপন করা;

৩) ০৭টি জেলা ও ৪৫টি উপজেলায় (সহকারী কমিশনার, ভূমি এর কার্যালয়) ডিজিটাল ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালুকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইসিটি যন্ত্রপাতি ক্রয় ও স্থাপন করা;

৪) ডিজিটাল ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম পরিচালনার জন্য একটি উপযুক্ত সফটওয়্যার তৈরী ও চালুকরণ;

৫) ২০টি উপজেলায় ভূমি তথ্য সেবা কেন্দ্র চালুকরণ;

৬) প্রকল্পভুক্ত কম/বেশী মোট ১৮৫০০ টি মৌজা ম্যাপ শীট স্ক্যানিং ও সব শেষে প্রকাশিত মৌজা ম্যাপ শীট ডিজিটাইজকরণ;

৭) প্রায় ৬৫ লক্ষ খতিয়ানের (সিএস, এসএ, আরএস, মিউটেশনকৃত) স্ক্যানিং ও ডাটা এন্ট্রিকরণ ইত্যাদি।

৩.২.৩ Capacity Building and Supporting the Implementation of 'ADB's Strengthening Governance Management Project (Component-B: Digital Land Management System)

এ প্রকল্পটি Strengthening Governance Management Project (Component-B: Digital Land Management System) কে কারিগরি সহায়তা প্রদানের জন্য বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় পরামর্শকগণ মূল প্রকল্পটি বাস্তবায়নে টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রণয়নসহ অন্যান্য সহায়তা প্রদান করছেন।

৩.২.৪ Strengthening Access to Land and Property Rights to all Citizens of Bangladesh

ক্রমিক নং	কম্পোনেন্টের নাম	অগ্রগতি
01	Development and Updating of National Land Policy & Sub-policies	**(১) ড্রাফট ন্যাশনাল ল্যান্ড পলিসি-** খসড়া পলিসির উপর ভূমি মন্ত্রণালয়ের অভিমত প্রাপ্তির পর প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধিত খসড়া পলিসির উপর উপজেলা থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায়ে একাধিক কনসালটেশন প্রোগ্রাম শুরু এবং যাদের নিয়ে কনসালটেশন হবে সে সব স্টেক হোল্ডার তালিকা নিয়ে ১২/০৭/২০১৫ তারিখে সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ভূমি মন্ত্রণালয়ে সভা হয়েছে। বতর্মানে খসড়া পলিসির বাংলা ভার্সনের কাজ চলছে। আগামী সেপ্টেম্বর মাস থেকে জেলা ও বিভাগীয় পর্রযায়ে কনসালটেশন শুরু হবে এবং ৬ মাসের মধ্যে জাতীয় ভূমি নীতি চূড়ান্ত করা হবে।
02	Establishing an Authoritative Land Records (ALR) in 3 Pilot Upazilas	**(১) সার্ভে-** চলতি ২০১৪-১৫ মাঠ মৌসুমে ৩টি পাইলট উপজেলা জামালপুর, মোহনপুর ও আমতলী উপজেলাকে ডিজিটাল জরিপ উপযোগী করার জন্য জামালপুরে ১৬টি, আমতলীতে ১৬টি এবং মোহনপুরে ১৫টি জিসিপি স্থাপন করে কন্ট্রোল নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়। মাঠ কাজের পরিকল্পনা মাফিক তিনটি পাইলট উপজেলায় ৭৪টি মৌজায় ডিজিটাল ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভের মাধ্যমে কর্মসূচীভুক্ত সকল মৌজার ডাটা ক্যাপচার, ম্যাপ প্রসেসিং, ডিজিটাল নকশা তৈরী এবং ডিজিটাল পরতালের মাধ্যমে মাঠ চেকিং ও মৌজা বাউন্ডারী মিলকরণ সম্পন্ন হয়েছে। আমতলী উপজেলায় জুন মাসে খানাপুরী-কাম-বুজারত শুরু হয়, জুনের প্রথম সপ্তাহে মোহনপুর এবং জুলাইর প্রথম সপ্তাহ থেকে জামালপুর খানাপুরী-কাম-বুজারত-এর কাজ শুরু হয়েছে। আগামী ৩১ অক্টোবর এর মধ্যে জামালপুর ও মোহনপুরের খানাপুরী কাম বুঝারত কাজ শেষ হবে। জলাবদ্ধতার কারণে আমতলীতে ৩টি মৌজার খানাপুরী কাম বুঝারত কাজ শেষ করে অবশিষ্ট ৭টি মৌজার কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে। **(২) আইডিএলআরএস-** মণিরামপুর উপজেলার জন্য আইডিএলআর সফ্টওয়ার তৈরী করা হয়েছে যার উপর ১৬/০৬/২০১৫ তারিখে উক্ত সফ্টওয়ারের প্রোটোটাইপের উপর ভূমি মন্ত্রণালয়ে ওয়ার্কশপ হয়েছে এবং প্রাথমিকভাবে টেস্ট অপারেশন শুরুর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। মনিরামপুর উপজেলায় সফ্টওয়ার ব্যবহারের সুবিধার্থে এসি ল্যান্ড অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আইটি প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ইত:মধ্যে ওয়ারক স্টেশনে ইন্সটলেশন সম্পন্ন হয়েছে। মনিরামপুর উপজেলায় সার্ভার স্থাপনের মাধ্যমে আগামী মাসে টেস্ট অপারেশন শুরু হবে।
03	Legal & Institutional Framework	লিগ্যাল ও ইনস্টিটিউশনাল ফ্রেমওয়ার্ক-এর উপর পূর্ণ কার্যক্রম শুরু হবে ল্যান্ড পলিসি চূড়ান্ত হবার পর । তবে ইত:মধ্যে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিবিধান পর্যালোচনা শুরু করা হয়েছে এবং কতিপয় অসঙ্গতি সনাক্ত করা হয়েছে।

04	Capacity Building	**(ক) ক্যাপাসিটি বিল্ডিং:** ডিজিটাল ও জিওডেটিক সার্ভে যন্ত্রপাতির (জিএনএসএস, ইটিএস) উপর এবং সংশ্লিষ্ট সফ্টওয়ার-এর উপর বর্তমানে প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে যার ভিত্তিতে তারা কাজ করছেন । **(খ) অর্থোফটো-** চলতি আগষ্ট মাসে অধিদপ্তর ও এ প্রকল্পে কর্মরত ২০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে অর্থোফটোর উপর অত্র প্রকল্পের জিআইএস সার্ভে এক্সপার্ট কর্তৃক ০৫ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।
05	Public Awareness	**পাবলিক এওয়ারনেস:** পাইলট এলাকায় এনজিও কনসোর্টিয়াম (উত্তরণ, মানুষের জন্য, কেয়ার) জরিপের স্তরভিত্তিক সচেতনতা কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে । উপজেলা সেটেলমেন্ট-এর কর্মসূচীর সংগে মিল রেখে জরিপ কাজে অংশ গ্রহনের মাধ্যমে যাতে সঠিকভাবে মালিকানা রেকর্ড প্রস্তুত সম্ভব হয় সে

৩.২.৫ ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি রেকর্ড, জরিপ ও সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়ঃ Computerization of Existing Mouza Maps and Khatians Project)

সর্বশেষ জরিপে প্রণীত মৌজাম্যাপ ও খতিয়ানের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের অবশিষ্ট ৫৫টি জেলার সকল উপজেলা/সিটি সার্কেলের ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (DLMS) প্রস্তুতকরণ ও প্রবর্তন এবং সকল মৌজার সি,এস (ক্যাডাস্ট্র্যাল সার্ভে), এস,এ(স্টেট একুইজিশান) ও আর, এস (রিভিশনাল সার্ভে) জরিপে প্রণীত অতি পুরাতন খতিয়ানসমূহ সংরক্ষণ এবং জেলা প্রশাসকের রেকর্ডরুম হতে স্বল্পতম সময়ে পর্চা/খতিয়ান সরবরাহ করার জন্য সম্পূর্ণ জিওবি অর্থে ''ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ, রেকর্ড প্রণয়ন ও সংরক্ষণ প্রকল্প'' (১ম পর্যায়ঃ Computerisation of Existing Mouza Maps and Khatian Project) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৪.৫৮ কোটি খতিয়ান ডাটা এন্ট্রির মাধ্যমে জেলা প্রশাসকগণের অফিসসমূহে রক্ষিত কম্পিউটারসহ কেন্দ্রীয় ডাটা সেন্টারে সংরক্ষণ করা হবে। ফলে জনগণ জেলা প্রশাসকগণের অফিসসমূহ হতে অতি সহজেই তাদের চাহিদা মোতাবেক খতিয়ানের সার্টিফাইড কপি সংগ্রহ করতে পারবেন।

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডঃ

ক. ভূমি ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নের লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন জরিপের (সিএস,এসএ, আরএস খতিয়ানসমূহ ভূমি মালিকগণকে সহজে সরবরাহ করা;

খ. বিভিন্ন জরিপের (সিএস,এস, আর,এস)খতিয়ানসমূহ সহজে সরবরাহ করার লক্ষ্যে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এবং জেলা প্রশাসনকে শক্তিশালীকরণ।

প্রকল্পের মুল কার্যক্রমঃ

ক. কম্পিউটারসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি ক্রয়করতঃ প্রায় ৪,৫৮,৪৩,৪০৪টি (সিএস,এসএ,আরএস) খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রিকরণের মাধ্যমে ৫৫টি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;

খ. এটুআই প্রোগ্রামের সফটওয়ার ব্যবহার করে খতিয়ান ডাটাবেজ তৈরী করা।

প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতিঃ

এ প্রকল্পের আওতায় ৪,৫৮,৪৩,৪০৪টি খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রি করার জন্য ৫৮৪টি ল্যাপটপ, ১০৪টি প্রিন্টার ও অন্যান্য সামগ্রী করা হয়েছে। তাছাড়া, প্রতি জেলায় ল্যাপটপ ও খতিয়ান রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফার্নিচার ক্রয় করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৮.৬৬ লক্ষ খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রি করা হয়েছে।

৩.২.৬ স্ট্রেনদেনিং সেটেলমেন্ট প্রেস,ম্যাপ প্রিন্টিং প্রেস এন্ড প্রিপারেশন অব ডিজিটাল ম্যাপস প্রকল্পঃ

প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল এবং অর্থায়নের উৎস এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থা

বাস্তবায়নকালঃ জুলাই,২০১০ হতে জুন, ২০১৫ (১ম সংশোধিতি)
অর্থায়নের উৎসঃ জিওবি
বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) ২০১৫.০০/=

প্রকল্পের আওতায় গৃহীত/গৃহীতব্য কার্যক্রমসমূহ

১. আধুনিক যন্ত্রপাতি (৩)টি মধ্যম ক্ষমতা সম্পন্ন সার্ভার, ৩৮টি কম্পিউটার এবং ৫০টি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন লেজার প্রিন্টার সংগ্রহের মাধ্যমে সেটেলমেন্ট প্রেসের মুদ্রণ ক্ষমতা শক্তিশালী করে মুদ্রণের অপেক্ষায় পুঞ্জিভূত ৩২.০০ লক্ষ সেট খতিয়ান (১ সেট খতিয়ান-১০ কপি খতিয়ান) মুদ্রণ;
২. আধুনিক যন্ত্রপাতি (আধুনিক গ্রাফিকস্ ক্যামেরা, কন্ট্যাক্ট ক্যাবিনেট, অটো ফিল্ম প্রসেসর, অটো প্লেট প্রসেসর এবং প্রিন্টিং ডাউন ফ্রেমসহ একটি বাই-কালার অফসেট ম্যাপ প্রিন্টিং প্রেস) সংগ্রহের মাধ্যমে ম্যাপ মুদ্রণ প্রেসের মুদ্রণ ক্ষমতা শক্তিশালী করে মুদ্রণের অপেক্ষায় পুঞ্জিভূত ৩৬.০০ হাজার সেট মৌজাম্যাপ সিট (১ সেট মৌজাম্যাপ সিট- ১০০ কপি মৌজাম্যাপ সিট) মুদ্রণ; এবং
৩. বাংলাদেশের সকল উপজেলা/ থানা, জেলা এবং দেশের ম্যাপের ডিজিটাল কপি প্রস্তুত করা।

প্রকল্পের সর্বশেষ বাস্তবাসয়ন অগ্রগতি (জুন, ২০১৫ পর্যন্ত)

১. মূল প্রকল্পটি ১৫/১১/২০১ খ্রিঃ তারিখে এবং সংশোধিত প্রকল্পটি ২৫/০২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়।
২. ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আওতায় অর্থ বছরে এ প্রেসের জন্য ৩টি মধ্যম ক্ষমতা সম্পন্ন সার্ভার, ২০টি কম্পিউটার ও ১০টি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন লেজার প্রিন্টর সংগ্রহ করা হয়েছে।
৩. গত ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আওতায় সেটেলমেন্ট প্রেসের জন্য আরো ৪০টি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন জেলার প্রিন্টার ও ২টি ম্যাপ কপিয়ার (আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতিসহ) সংগ্রহ করা হয়েছে।
৪. সেটেলমেন্ট প্রেসের জন্য সংগৃহীত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে ইতিমধ্যে ২০.০০ লক্ষ সেট ১ সেট খতিয়ান -১০ কপি খতিয়ান মুদ্রণ করা হয়েছে।
৫. গত ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আওতায় আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবানের মাধ্যমে (১) কম্পিউটার টু প্লেট (সিটিপি) সহ ১(এক) সেট বাই-কালার অফসেট ম্যাপ প্রিন্টিং প্রেস সংগ্রহ করার জন্য Graphics Limited এর সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে এবং চুক্তির শর্ত অনুযায়ী জার্মানীর হাইডেলবার্গ কোম্পানী হতে এক সেট Computer to Plate (CTP) আমদানি করার লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালকের পক্ষ থেকে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড বঙ্গবন্ধু এভিনিউ কর্পোরেট শাখা, ঢাকাতে একটি ঋণ পত্র (Letter of credit: LC) খোলা হয়েছে। এছাড়াও ২০৪-২০১৫ অর্থ বছরে এ অধিদপ্তরের জরিপ অনুবিভাগের জন্য মোট ২০ (বিশ) সেট Electronic Total Station (ETS) with its related accessories সংগ্রহ করা হয়েছে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে যে সব সুবিধা পাওয়া যাবে

১. ভূমি মালিকগণ স্বল্পতম সময়ের মধ্যে তাদেঁর জমির মুদ্রিত নকশা ও খতিয়ান সংগ্রহ করতে পারবেন।
২. দেশের সকল প্রকার প্রশাসনিক এবং উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদনের জন্য চাহিদার ভিত্তিতে যে কোন সরকারী/ বেসরকারী/ স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান/ ব্যক্তিকে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে যে কোন উপজেলা/থানা, জেলা এবং দেশের (বাংলাদেশ) ম্যাপের ডিজিটাল কপি সবরাহ করা সম্ভব হবে।

৩.২.৭ চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (ভূমি মন্ত্রণালয়ের অংশ)

প্রকল্পের কার্যক্রম নিম্নরুপঃ

Item	Activities (C1)	Upazila (C2)	Total Achievement Till june. 2015 (C3)	Target July 2015 (C4)	Achievement July 2015 (C5)	Date of events held /Comments (C6)	Total Achievement July, 2015 (C7=C3+C5)	Total Project Target (C8)	Achievement in terms of percentage (C9=C7÷C8×100)
1	Approval of PTPS sheets by the Deputy Commissioner	Hatiya	33 Sheets	6 Sheets	10 Sheet		43 Sheets	44 Sheets	97.73 %
		Subarnachar	13 Sheets	3 Sheets	0 Sheets		13 Sheets	48 Sheets	27.08 %
	Total		46 Sheets	9 Sheets	10 Sheets		56 Sheets	92 Sheets	60.87 %
2	Issue of the official notification from Upazila land offices	Hatiya	13465 HHs	1000 HHs	0 HH		13465 HHs	12000+ HHs	112.20 %
		Subarnachar	3512 HHs	400 HHs	0 HH		3512 HHs	2000+ HHs	175.60 %
	Total		16977 HHs	1400 HHs	0 HH		16977 HHs	14000+ HHs	121.26 %
3	Hearing Session	Hatiya	45 days	5 days	4 days	8,9,10,11 July,15	49 days	As per Requirement	
		Subarnachar	11 days	1 day	0 day		11 days	As per Requirement	
	Total		56 days	6 days	4 days		60 days	As per Requirement	
4	Selection of landless Families	Hatiya	7050 HHs	500 HHs	351 HHs		7401 HHs	12000 HHs	61.68 %
		Subarnachar	1395 HHs	150 HHs	0 HHs		1395 HHs	2000 HHs	69.75 %
	Total		8445 HHs	650 HHs	351 HHs		8796 HHs	14000 HHs	62.83 %
5	Jamabondi Preperation	Hatiya	5551 HHs	750 HHs	511 HHs		6062 HHs	12000 HHs	50.52 %
		Subarnachar	974 HHs	120 HHs	28 HHs		1002 HHs	2000 HHs	50.10 %
	Total		6525 HHs	870 HHs	539 HHs		7064 HHs	14000 HHs	50.46%
6	Jamabondi approval by Upazila Committee	Hatiya	5551HHs	750 HHs	511 HHs		6062 HHs	12000 HHs	50.52 %
		Subarnachar	974 HHs	120 HHs	28 HHs		1002 HHs	2000 HHs	50.10 %
	Total		6525 HHs	870 HHs	539 HHs		7064 HHs	14000 HHs	50.46 %

Item	Activities (C1)	Upazila (C2)	Total Achievement Till june. 2015 (C3)	Target July 2015 (C4)	Achievement July, 2015 (C5)	Date of events held /Comments (C6)	Total Achievement July, 2015 (C7=C3+C5)	Total Project Target (C8)	Achievement in terms of percentage (C9=C7÷C8×100)
7	Jamabondi approval by District Committee	Hatiya	5551 HHs	750 HHs	511 HHs		6062 HHs	12000 HHs	50.52 %
		Subarnachar	974 HHs	120 HHs	28 HHs		1002 HHs	2000 HHs	50.10 %
	Total		6525 HHs	870 HHs	539 HHs		7064 HHs	14000 HHs	50.46 %
8	Kabuliyat Execution	Hatiya	2586 HHs	600 HHs	459 HHs	13 July,15	3045 HHs	12000 HHs	25.38 %
		Subarnachar	840 HHs	120 HHs	0 HH		840 HHs	2000 HHs	42.00 %
	Total		3426 HHs	720 HHs	459 HHs		3885 HHs	14000 HHs	27.75 %
9	Kabuliyat Registration	Hatiya	2473 HHs	500 HHs	0 HH		2473 HHs	12000 HHs	20.61 %
		Subarnachar	838 HHs	120 HHs	0 HH		838 HHs	2000 HHs	41.40 %
	Total		3311 HHs	620 HHs	0 HH		3311HHs	14000 HHs	23.65 %
10	Khatian Preparation	Hatiya	2414 HHs	500 HHs	0 HH		2414 HHs	12000 HHs	20.12 %
		Subarnachar	278 HHs	120 HHs	171 HHs		449 HHs	2000 HHs	22.45 %
	Total		2692 HHs	620 HHs	171 HHs		2863 HHs	14000 HHs	20.45 %
11	Khatian Distribution	Hatiya	1816 HHs	500 HHs	0 HH		1816 HHs	12000 HHs	15.13 %
		Subarnachar	278 HHs	120 HHs	171HHs	29 July,15	449 HHs	2000 HHs	22.45 %
	Total		2094 HHs	620 HHs	171 HHs		2265 HHs	14000 HHs	16.18 %

ছবি - সিডিএসপি (চর)

ছবি - সিডিএসপি (চর পরিদর্শন)

৩.২.৮ জাতীয় ভূমি জোনিং প্রকল্প (২য় পর্যায়)

1. প্রকল্প পরিচিতিঃ

(ক) প্রকল্প এলাকা : পার্বত্য জেলাসহ ৪৩টি জেলার ৩২৬টি উপজেলা।
(খ) প্রকল্প ব্যয় : ২৭৫৪.৯৬ লক্ষ টাকা
(গ) অর্থায়নে : বাংলাদেশ সরকার।
(ঘ) বাস্তবায়নে : ভূমি মন্ত্রণালয়।
(ঙ) প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত।

2. প্রকল্পের যৌক্তিকতাঃ

প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হলো ভূমি যা মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী, শিল্পপণ্য, বিনোদন, স্বাস্থ্য রক্ষার উপকরণ ইত্যাদি সব কিছুরই উৎস্য। ১৪.৭৫ মিলিয়ন হেক্টরের বাংলাদেশে প্রায় ১৬০ মিলিয়ন মানুষের বাস এবং প্রতিজনে মোট ভূমির পরিমাণ গড়ে ২৪ শতক এবং চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ১৪ শতক মাত্র। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে মাথাপিছু জমির পরিমাণ দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। অর্থনৈতিক অগ্রগতির সাথে সাথে নগরায়নের প্রবণতা বাড়ছে, শিল্প উন্নয়ন ঘটছে, রাস্তাঘাট, হাসপাতাল ও শিল্প প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি ক্রমাগত সম্প্রসারণ হচ্ছে যার ফলশ্রুতিতে কৃষি জমির পরিমাণ ক্রমশই সংকুচিত হচ্ছে। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে বাংলাদেশে প্রতিদিন প্রায় ২২০ হেক্টর কৃষিজমি শিল্প-কারখানা, বসতবাড়ি, রাস্তাঘাট নির্মাণ ইত্যাদি অকৃষি কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে ২০৫০ সালে মাথাপিছু চাষযোগ্য জমির পরিমাণ দাড়াবে ০৬ শতকেরও নিচে।

এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য ২০০১ সালে 'জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি' প্রণয়ন করা হয়। উক্ত ভূমি ব্যবহার নীতিতে ভূমির পরিমিত ও পরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিত করা, অবক্ষয় রোধ করা এবং সর্বোচ্চ উপযোগীতা নিশ্চিত করার জন্য ভূমি জোনিং কার্যক্রম পরিচালনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সে অনুযায়ী ২০০৬-২০১১ সময়ে উপকূলীয় এলাকার ১৯টি এবং সমতল এলাকার ২টি জেলার ১৫২টি উপজেলায় ভূমি জোনিং কার্যক্রম সমাপ্ত করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় জুলাই ২০১২ থেকে পার্বত্য জেলাসহ দেশের ৪৩টি জেলার ৩২৬টি উপজেলায় জাতীয় ভূমি জোনিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন কাজ পরিচালিত হচ্ছে।

ভূমি ব্যবহার নীতির উদ্দেশ্যাবলী

ক. ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত কৃষি জমির সার্বিক পরিমাণ বিভিন্ন কারণে উদ্বেগজনকভাবে হ্রাস পাওয়ার বর্তমান ধারা প্রতিহত করা;

খ. দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জমির প্রকৃতিগত পার্থক্য অনুসারে সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে 'জোনিং' ব্যবস্থা প্রর্বনের মাধ্যমে অপরিকল্পিতভাবে আবাসিক এলাকা সম্প্রসারণ, শিল্প স্থাপন ও বিপণন কর্মকান্ডের বর্তমান প্রক্রিয়া যুক্তিসংগতভাবে নিয়ন্ত্রণ;

গ. ভূমিহীনদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় নদী, হাওড় বা সমুদ্রবক্ষে জেগে ওঠা চরভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা;

ঘ. বিভিন্ন উনয়ন কর্মকান্ডের জন্য ভবিষ্যতে প্রয়োজন হতে পারে এরূপ জমি বিশেষ করে সরকারী খাস জমি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা;

ঙ. ভূমির ব্যবহার যাতে প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে সংগঠিতপূর্ণ হয় তা নিশ্চিত করা;

চ. দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার করা এবং ভূমিহীনদের সংখ্যা বৃদ্ধি রোধে সহায়ক ভূমিকা পালন করা;

ছ. প্রাকৃতিক বনাঞ্চাল সংরক্ষণ করা, নদী ভাঙ্গন রোধ করা, পাহাড় টিলাভূমি কর্তন প্রতিহত করা;

জ. সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য বহুতলবিশিষ্ট দালান নির্মাণের মাধ্যমে স্বল্প পরিমাণ জমির ব্যবহার নিশ্চিত করা।

৩. প্রকল্পের উদ্দেশ্য

ভূমি জোনিং এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো:

- ভূমির অপরিকল্পিত ব্যবহার ও ক্রমবর্ধমান অবক্ষয় রোধকল্পে ভূমিকে তার গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কৃষি, পশু-সম্পদ, বন, শিল্পাঞ্চল, পর্যটন এবং প্রাকৃতিক জীব-বৈচিত্র এলাকা ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিকল্পিত ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে ভূমি থেকে সর্বোচ্চ সুফল অর্জন করা;
- ভূমির অবক্ষয় রোধ এবং ক্ষতিগ্রস্থ ভূমির পুনরূদ্ধার করা;
- গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশ ও কৃষ্টিগত স্থাপনাসমূহ সংরক্ষণ ও রক্ষা করা;
- বিভিন্ন ভূমি ব্যবহারকারী ও সংস্থার মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব নিরসন করা;
- প্রাণি ও উদ্ভিদের সংরক্ষণ ও বংশ বৃদ্ধি নিশ্চিত করণ;
- নীতি নির্ধারক, পরিকল্পনাবিদ ও ভূমি ব্যবহারকারীদের মধ্যে ভূ-সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার সম্পর্কে বিজ্ঞান সম্মত ধ্যানধারণা সৃষ্টি করা;
- ভূমি জোনিং ম্যাপ ও ভূমির তথ্যভান্ডার (Database) তৈরী করা।

৪. মূল কার্যক্রম

- প্রকল্প এলাকার ইউনিয়ন পর্যায়ে বর্তমান ভূমি ব্যবহার, কৃষি, মৎস্য, বন, আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত অবস্থার উপর বিস্তারিত সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- সংশ্লিষ্ট সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন ধরণের স্বত্বভোগীদের সহিত আলোচনা ও তথ্য সংগ্রহ;
- ইউনিয়ন পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তের বিত্তিতে ইউনিয়ন ভিত্তিক ভূমি ব্যবহার ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়;
- ইউনিয়ন ভূমি ব্যবহার ম্যাপের ওপর ভিত্তি করে উপজেলা ভূমি জোনিং ম্যাপ ও প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়;
- উপজেলা ভিত্তিক ভূমি জোনিং কার্যক্রম স্থানীয় পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য সেমিনার, কর্মশালা আয়োজন ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করা;
- কৃষি জমি সুরক্ষা ও ভূমি ব্যবহার আইন প্রণয়নে ভূমি মন্ত্রণালয়কে সহায়তা প্রদান।

৫. ভূমি জোনিংয়ের ফলাফল ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর এর প্রভাব

ভূমি জোনিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হলে নিম্নরূপ আর্থিক ও সামাজিক সুফল অর্জন করা যাবে:

- ভূমির অপরিকল্পিত ও অপব্যবহার রোধ করে মূল্যবান কৃষি জমি সুরক্ষা করা যাবে;
- ভূমির গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শস্য পরিক্রমা (Cropping Pattern) তৈরী করে শস্যের অধিক ফলন নিশ্চিত করা যাবে এবং ভূমির উর্ব্বতা শক্তি সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি করা যাবে;
- শহর ও গ্রামের অপরিকল্পিত সম্প্রসারণ রোধ করা যাবে;
- বহুতল বিশিষ্ট স্থাপনা তৈরী করে জমির অপচয় রোধ করা যাবে;
- খাস জমি সুরক্ষা করা যাবে এবং ভবিষ্যত প্রয়োজনে তা ব্যবহার করা যাবে;
- দেশের হাওর-বাওর, বিল ও চর এলাকার স্ব-স্ব ব্যবহার ভূমি জোনিং ম্যাপে নির্দেশিত থাকবে যা এসব মূল্যবান এলাকা সংরক্ষণে সহায়ক হবে;
- পাহাড়-টিলা কর্তন রোধসহ বনায়ন সম্প্রসারণ কাজে ভূমি জোনিং ম্যাপ ব্যবহার করা যাবে;
- জোনিং প্রক্রিয়ায় জমির ফলন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে এবং একই জমিতে তিনটি ফসল ফলানো সম্ভব হবে বিধায় ভূমিহীন লোকের অধিক কর্মসংস্থান হবে এবং ইহা সামাজিক অবস্থায় সুফল বয়ে আনবে;
- দেশের জলাশয় সংরক্ষণে ভূমি জোনিং ম্যাপ ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখবে। ফলে জেলে ও মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হবে এবং মাছের উৎপাদন মাত্রা বৃদ্ধি পাবে;
- শিল্প-কারখানা, ইটের ভাটা, আবাসন এবং অন্যান্য স্থাপনা ভূমির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নির্ধারিত স্থানে স্থাপন করার স্থান ভূমি জোনিং ম্যাপে চিহ্নিত থাকবে।

৬. ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের জুন, ২০১৫ পর্যন্ত সর্বশেষ অগ্রগতি

- ২৮টি জেলায় জেলা পর্যায়ে ভূমি জোনিং কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে;
- ৪০টি জেলার ৩০১টি উপজেলায় ডাটা কালেকশন ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে;
- ৪০টি জেলার ৩০১টি উপজেলার বিভিন্ন উৎস্য থেকে ভূমি জোনিং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সেকেন্ডারি তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে;
- LGED ও SRDI থেকে ভূমি জোনিং এর সাথে সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে;
- ৪০টি জেলার স্যাটেলাইট ইমেজ (Satellite Image) সংগ্রহ করা হয়েছে;

- ২২০টি উপজেলার খসড়া 'ভূমি জোনিং প্রতিবেদন ও GIS Based Digital Land Zoning Map' প্রণয়ন করা হয়েছে;
- ১১৫টি উপজেলার 'ভূমি জোনিং প্রতিবেদন ও GIS Based Digital Land Zoning Map' মুদ্রণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে;
- কোস্টাল ল্যান্ড জোনিং প্রকল্প এর আওতায় প্রণীত ১৫২টি উপজেলার 'উপজেলা ভূমি জোনিং প্রতিবেদন ও ম্যাপ' প্রকল্পের ওয়েব সাইটে (www.landzoning.gov.bd) আপলোড করা হয়েছে;
- 'জাতীয় ভূমি জোনিং প্রকল্প (২য় পর্যায়)' এর আওতায় প্রণীত 'ভূমি জোনিং প্রতিবেদন ও GIS Based Digital Land Zoning Map' প্রকল্পের ওয়েব সাইটে (www.landzoning.gov.bd) আপলোড করার কাজ চলমান রয়েছে;

জুন' ২০১৫ পর্যন্ত প্রকল্পের বিভিন্ন খাতে ১২৩২.৪৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে যা মোট প্রকল্প বরাদ্দের শতকরা ৪৪.৭৪ ভাগ।

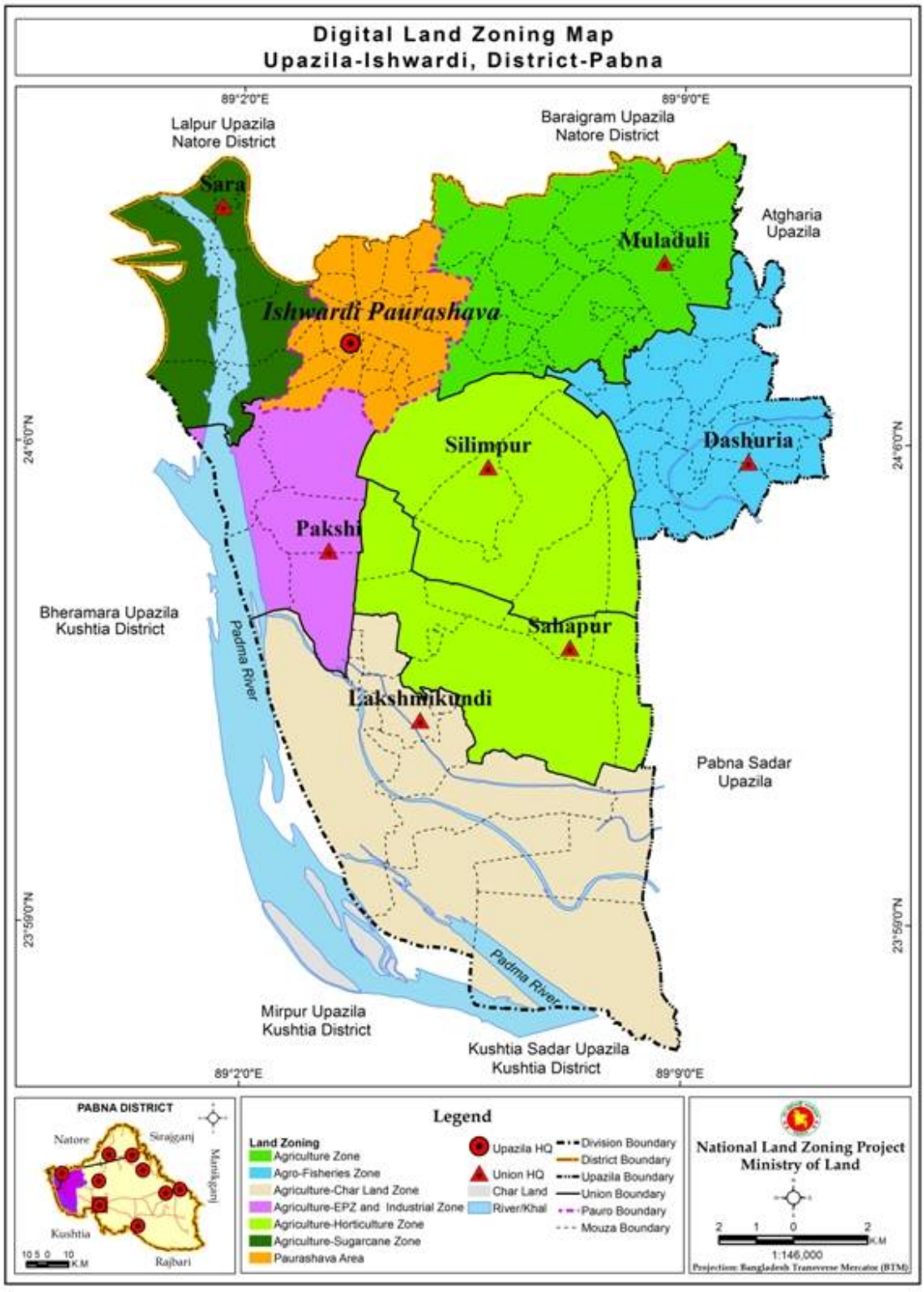

ছবিঃ ডিজিটাল ভূমি জোনিং ম্যাপঃ ঈশ্বরদী উপজেলা, পাবনা

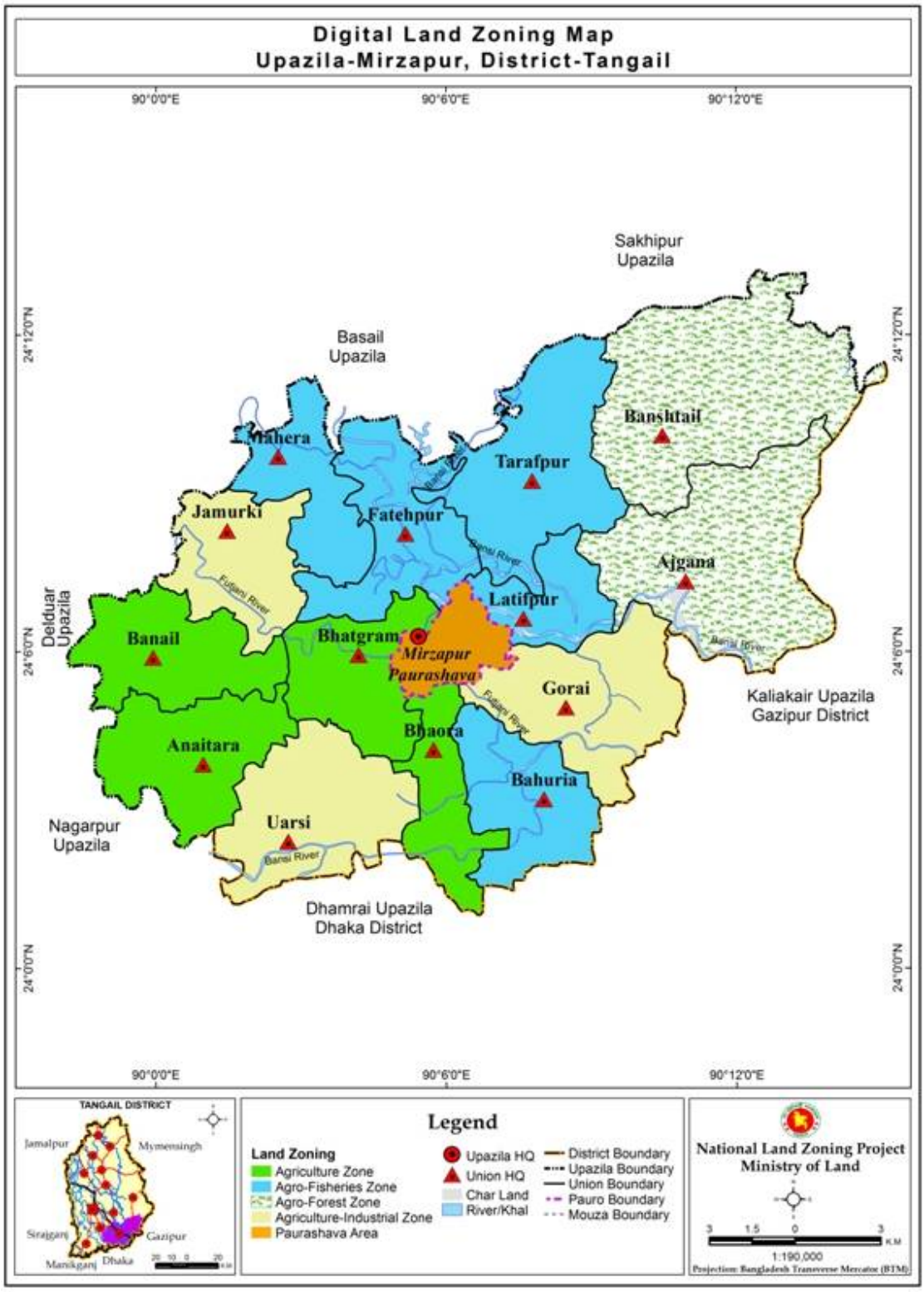

ছবিঃ ডিজিটাল ভূমি জোনিং ম্যাপঃ মির্জাপুর উপজেলা, পাবনা

৩.২.১০ ঢাকা মহানগরীর ছিন্নমূল বস্তিবাসী ও নিম্নবিত্তদের ঢাকায় সরকারী জমিতে বহুতল বিশিষ্ট ভবনে পুনর্বাসন প্রকল্প (সংক্ষেপে ভাষানটেক পুনর্বাসন প্রকল্প)।

ঢাকা শহরের মোট জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ মানুষ বিভিন্ন বস্তিতে ও স্বল্প ভাড়ার বাসায় মানবেতর জীবন যাপন করে। ছিন্নমূল বস্তিবাসী ও নিম্নবিত্ত এ জনগোষ্ঠির ঢাকা শহরে বসবাসের জন্য নিজস্ব কোন বাসস্থান নেই এবং তাছাড়া ঢাকা শহরে বেসরকারীভাবে বাসা ভাড়া করে বসবাস করা তাদের জন্য অত্যন্ত ব্যয় বহুল ও দুঃসাধ্য ব্যাপার।

ঢাকা শহরে দিন দিন এসব ছিন্নমূল মানুষের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হারে বেড়েই চলছে। ফলে ঢাকা শহরে যত্রতত্র রাস্তার পাশে সরকারি খালি/খাস জমিতে রাতারাতি বস্তি গড়ে উঠছে। আর এ বস্তিতে বেড়ে উঠা শিশু কিশোররা শিক্ষা, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা হতে বঞ্চিত হয়ে সমাজে বিভিন্ন অপর্কমের সাথে জড়িয়ে পড়ছে। এতে দেশের আইন শৃংঙ্খলার অবনতিসহ বিভিন্ন সমস্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

দেশের এসব অবহেলিত হতদরিদ্র বস্তিবাসী ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠিকে আর্থিক এবং সামাজিকভাবে আত্ম-নির্ভরশীল করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালে তৎকালীন এবং বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মিরপুর, ভাষানটেক এলাকায় ৪৭.৯০ একর সরকারি খাস জমিতে বস্তিবাসী ও নিম্নআয়ের মানুষের জন্য একটি পুনর্বাসন প্রকল্প গ্রহণ করেন। এ প্রকল্পের মাধ্যমে বস্তিবাসী ও নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য ঢাকা শহরে বাসস্থান ও কর্মসংস্থান এর সুযোগ সৃষ্টি করে তাদেরকে স্বাবলম্বি করতঃ সমাজ ও দেশ হতে সন্ত্রাস, দুর্নীতি দুর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ লক্ষ্যে গত ২৪/০৫/১৯৯৮ তারিখে একনেক সভায় (বেসরকারি বিনিয়োগ ৩৪১.৬৫৫২ কোটি টাকা এবং সরকারি রাজস্ব ৫.৪৬৭৮ কোটি টাকা) মোট-৩৪৭.১২৩ কোটি টাকা প্রাক্কলন ব্যয়ে 'ঢাকা মহানগরীর ছিন্নমূল বস্তিবাসী ও নিম্নবিত্তদের ঢাকায় সরকারি জমিতে বহুতল বিশিষ্ট ভবনে পুনর্বাসন' নামে একটি প্রকল্প অনুমোদন করা হয়। পরবর্তীতে ০২/০৬/২০০৯ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক (বেসরকারি বিনিয়োগ ৩৪১.৬৫৫২ কোটি টাকা এবং সরকারি রাজস্ব ২.০০ কোটি টাকা) মোট-৩৪৩.৬৫৫২ কোটি টাকা প্রাক্কলন ব্যয়ে সংশোধিত প্রকল্পটি অনুমোদন করা হয়।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় এবং বেসরকারি বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান নর্থ সাউথ প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট লিঃ (এনএসপিডিএল) এর সাথে গত ২৯/০৯/২০০৩ তারিখে চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ চুক্তিনামার বিভিন্ন শর্তাদি ভঙ্গ করায় যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ১৯/১০/২০১০ তারিখে উক্ত চুক্তিনামাটি বাতিল করা হয় এবং প্রকল্পের সকল নিয়ন্ত্রণ ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধিনে নিয়ে আসা হয়। প্রকল্পটির মেয়াদ বিগত ৩০/০৬/২০১৩ তারিখে শেষ হয়েছে।

বর্তমানে প্রকল্পটি ভূমি মন্ত্রণালয়ের একটি কমিটি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রাজউক অনুমোদিত মোট ১১১টি ('এ' টাইপ ৫৪টি ও 'বি' টাইপ ৫৭টি)আবাসিক ভবনে ১৩,২৪৮টি ফ্ল্যাট ('এ' টাইপ ৭,৭৭৬ টি এবং 'বি' টাইপ ৫,৪৭২টি) নির্মাণের ব্যবস্থা রাখা হয়। এর মধ্যে 'এ' টাইপ ৬টি এবং 'বি' টাইপ ১২টি মোট ১৮টি ভবন নির্মিত হয়েছে, যার ফ্ল্যাট সংখ্যা ২০১৬টি ('এ' টাইপ ৮৬৪টি এবং 'বি' টাইপ ১১৫২টি)। বর্তমানে ১৯০০ জন সুবিধাভোগী বসবাস করছেন। পরবর্তীতে, ভূমি মন্ত্রণালয় 'এ' টাইপ ০৩টি এবং 'বি' টাইপ ০৯টি মোট ১২টি আংশিক নির্মিত অসমাপ্ত ভবনের অবশিষ্ট কাজ সুবিধাভোগীদের স্ব-অর্থায়নে সম্পন্ন করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

দায়-দেনা কমিটির তালিকাভূক্ত পূর্বহতেই বসবাসকারী ৯৩৮ জনকে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক সাময়িক বরাদ্দ পত্র প্রদান করা হয়েছে। যারা বেসরকারি বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান নর্থ সাউথ প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট লিঃ (এনএসপিডিএল) হতে ফ্ল্যাট ক্রয় করে এখনো দায় দেনা কমিটির তালিকাভূক্ত হতে পারে নাই তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে তালিকাভূক্ত করে তালিকাটি হালনাগাদ করা হয়েছে। প্রকল্পের সীমানা প্রাচীর নির্মাণের জন্য ২ (দুই) কোটি টাকা বরাদ্দ চেয়ে কর্মসূচি বিগত ২৮/০৫/২০১৫ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রকল্পের (৪৭.৯০ একর খাস জমি) সীমানা পরিমাপের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

ভাষানটেক থানার বকেয়া বাড়ী ভাড়া ও বকেয়া ইউটিলিটি বিল (বিদ্যুৎ, জেনারেটর ও পানি) বাবদ মোট ৩০,৫৩,৪৩৪/- (ত্রিশ লক্ষ তেপ্পান্ন হাজার চারশত চৌত্রিশ) টাকার বিল আদায় করা হয়েছে।

৩.৪ ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের প্রকল্পওয়ারী বাস্তবায়ন অগ্রগতি (জুন'১৫ পর্যন্ত)

(কোটি টাকায়)

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	প্রকল্প ব্যয়		জুন'১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			২০১৪ -১৫ অর্থ বছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ		বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা (২০১৪-১৫) *	টাকা অবমুক্তি (%)	২০১৪-১৫ অর্থ বছরের জুন'১৫ পর্যন্ত অগ্রগতি			মন্তব্য
		মোট (প্র: সা:)	টাকা	মোট (প্র: সা:)	টাকা	বাস্তব অগ্রগতি	মোট (প্র: সা:)	টাকা			মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	
১.	গুচ্ছগ্রাম (Climate Victim Rehabilitation Project) (জানুয়ারি'০৯ হতে সেপ্টেম্বর'১৫)	১৮৭.২৯ জেডিসিএফ	১৮৭.২৯	১৭৪.৭৮	১৭৪.৭৮	২৫১টি গুচ্ছগ্রামে ১০৬২০টি ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।	৮.০৫	৮.০৫		৮.০৫ (১০০%)	৭.৪২১৯ (৯২.২০%)	৭.৪২১৯ (৯২.২০%)	--	-
২.	Strengthening Governance Management Project (Component-B:Digital Land Management System) (জুলাই'১১ হতে ডিসেম্বর'১৫)	১৫৫.৮৪ (১২৭.৯২)	২৭.৯২	১.৬১৬৯	১.৬১৬৯	-	৩০.৫৫ (৩০.০০)	০.৫৫		০.৫৫ (১০০%)	৯.৩৪৯৮ (৩০.৬০%)	০.৪৮৭৬ (৮৮.৬৫%)	৮.৮৬২২ (২৯.৫৪%)	-
৩.	Capacity Building and Supporting the Implementation Strengthening Governance Management Project(Component-B:Digital Land Management System) (জুলাই'১১ হতে ডিসেম্বর'১৫)	৪.০২ (৩.৩৭)	০.৬৫	২.২৪৮৭ (২.১৭)	০.০৭৮৭	-	০.৮৩ (০.৮২)	০.০১		০.০১ (১০০%)	০.৮৩ (১০০%)	০.০১ (১০০%)	০.৮২ (১০০%)	-
৪.	ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি রেকর্ড, জরিপ ও সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়ঃ Computerization of Existing Mouza Maps and Khatians project) (জুলাই'১২ হতে জুন'১৬)	৯২.৭৭ (-)	৯২.৭৭	৮.২৭৯৯	৮.২৭৯৯	-	৩.০০	৩.০০		৩.০০ (১০০%)	২.৯৬৩৭ (৯৮.৭৯%)	২.৯৬৩৭ (৯৮.৭৯%)	-	-
৫.	Strengthening Access to Land and Property Rights to all Citizens of Bangladesh (জুলাই'১১ হতে ডিসেম্বর'১৬)	১০৬.৬৩ (১০০.০০)	৬.৬	৪৪.০০ (৪০.৫০)	৩.৫০ (ইন-কাইন্ড)	-	৮.৫৪ (৫.০০)	৩.৫৪		-	২২.২৮৪০ (২৬০.৯৪%)	৩.৫৪ (১০০%) (ইন কাইন্ড)	১৮.৭৪৪০ (৩৭৪.৮৮%)	-
৬.	স্ট্রেনদেনিং সেটেলমেন্ট প্রেস, ম্যাপ প্রিন্টিং প্রেস এন্ড প্রিপারেশন অব ডিজিটাল ম্যাপস প্রকল্প (জুলাই'১০ হতে জুন'১৫)	১৮.০০ (-)	১৮.০০	৩.৬০৮১	৩.৬০৮১	-	৯.৭৫	৯.৭৫		৮.৯৫ (৯১.৭৯%)	৮.৫০৭৬ (৮৭.২৬%)	৮.৫০৭৬ (৮৭.২৬%)	-	-

৭.	National Land Zoning Project (2nd phase) (জুলাই'১২ হতে জুন'১৫)	১৭.৮২	১৭.৮২	৬.৭২	৬.৭২	-	৫.৬৪	৫.৬৪		৫.৬৪ (১০০%)	৫.৫৯৯৭ (৯৯.২৯%)	৫.৫৯৯৭ (৯৯.২৯%)	-	
৮.	চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (ভূমি মন্ত্রণালয়ের অংশ) (জানুয়ারি'১১ হতে ডিসেম্বর'১৬)	৫.৮৩ (৩.১৩৯৪)	২.৬৯০৬	১.৬৯৪৮ (০.৮৮৪০)	০.৮১০৮	প্রকল্পভুক্ত ৩৯,৫০২.১২ একর খাস জমির মধ্যে ৩২৩৫৫ একরের প্লট-টু-প্লট সার্ভে সমাপ্ত হয়েছে।	২.১০ (১.৪৭)	০.৬৩	-	০.৬৩ (১০০%)	১.৮০১৪ (৮৫.৭৮%)	০.৩৭৫৩ (৫৯.৫৭%)	১.৪২৬১ (৯৭.০১%)	-
৯.	ইমপ্রুভিং পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড সার্ভিস ডেলিভারি থ্রো ই-সলুশন (মাস্টার প্লান ফর এ ডিজিটাল ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (ডিএলএমএস)-কম্পোনেন্ট) (জুলাই'১৩ হতে জুন'১৫)	৩.৬৯৮৯ (২.৬৮৮০)	১.০১০৯	০.০৫ (০.০৫)	-	-	১.১০ (১.০০)	০.১০		০.১০ (১০০%)	১.০৭২৫ (৯৭.৫০%)	০.০৭২৫ (৭২.২৫%)	১.০০ (১০০%)	-
মোট							৬৯.৫৬ (৩৮.২৯)	৩১.২৭	-	২৬.৯৩০০ (৮৬.১২%)	৫৯.৮৩০৬ (৮৬.০১%)	২৮.৯৭৮৩ (৯২.৬৭%)	৩০.৮৫২৩ (৮০.৫৮%)	-

--- সমাপ্ত ---